গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

www.moef.gov.bd

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটা বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত চাপ পড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং সংকটাপন্ন হচ্ছে প্রতিবেশগত ভারসাম্য। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে। জীব বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয়, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ পরিচিতি

১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়।

১.৩ ভিশন

টেকসই পরিবেশ ও বনের আচ্ছাদন।

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and Ecology.
- Matters relating to environment pollution control.
- Conservation of forests and development of forest resources (Government and Private), forest inventory, grading and quality control of forest products.

চিত্র ১.১: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce.
- Plantation of exotic cinchona and rubber.
- Botanical gardens and Botanical surveys.
- Tree plantation.
- Planning Cell Preparation of schemes and coordination in respect of forest.
- Research and training in Forestry.
- Mechanised forestry operations.
- Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries.
- Matters relating to marketing of forest produce.
- Administration of BCS (Forest).
- Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
- All laws on subjects allotted to this Ministry.
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

জনবল: অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৬৭ জন। কর্মরত জনবল ৯৪ জন।

সারণি ১.১: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রম	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১	প্রথম শ্রেণি	৫০	৩৭	১৩
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	৩৮	১৬	২২
৩	তৃতীয় শ্রেণি	৩৬	১৬	২০
৪	চতুর্থ শ্রেণি	৪৩	২৫	১৮
	মোট	১৬৭	৯২	৭৫

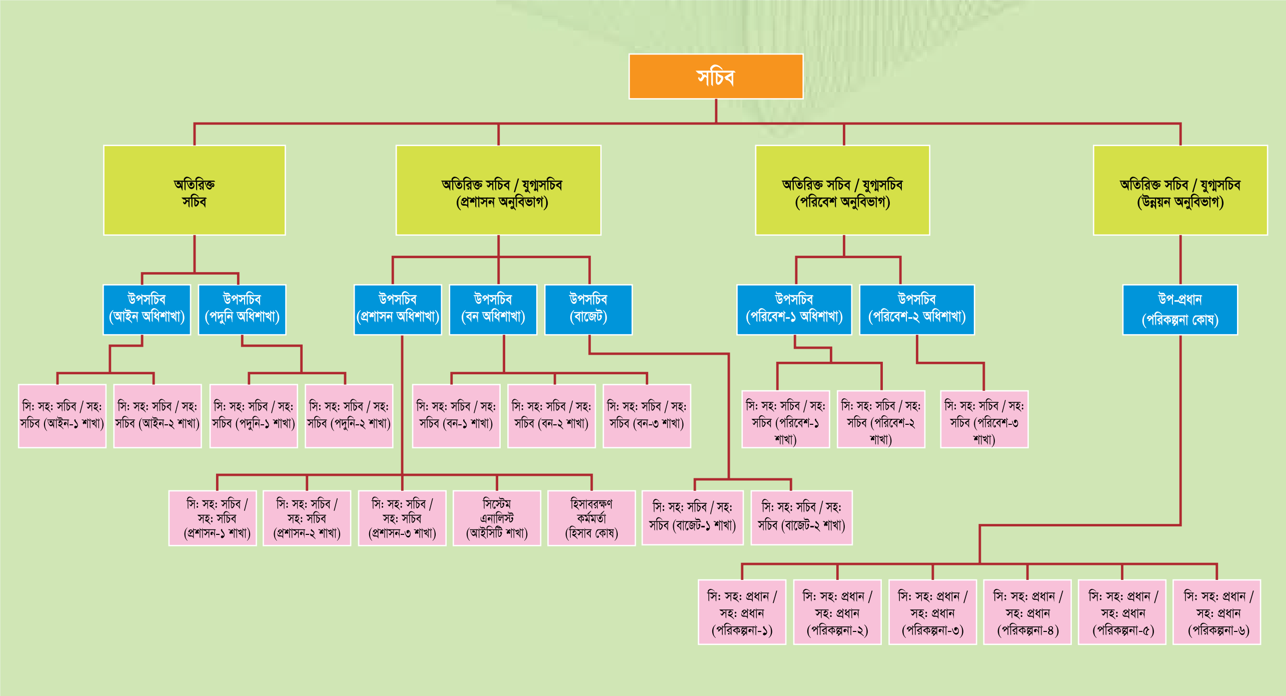

চিত্র ১.২: পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ১,৮৫,০৮০.৮৬ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১,৮০,০৪১.৫৭ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত অর্থ ৫,০৩৯.২৯ লক্ষ টাকা।

সারণি ১.২: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
১৪৯৪৫১.৮৬	৩৫৬২৯.০০	১৮৫০৮০.৮৬	১৪৯২৭৭.৫৯	৩০৭৬৩.৯৮	১৮০০৪১.৫৭	১৭৪.২৭	৪৮৬৫.০২	৫০৩৯.২৯
			৯৯.৮৮%	৮৬.৩৫%	৯৭.২৮%	.১২%	১৩.৬৫%	২.৭২%

চিত্র ১.৩: জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বৃক্ষমেলা পরিদর্শন

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মোট ১২৮টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এ গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন ।

বৈদেশিক: মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ২৩০ জন কর্মকর্তা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ।

চিত্র ১.৪: টাঙ্গুয়ার হাওড়

১.১০ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৭টি বিভাগ/দপ্তর রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

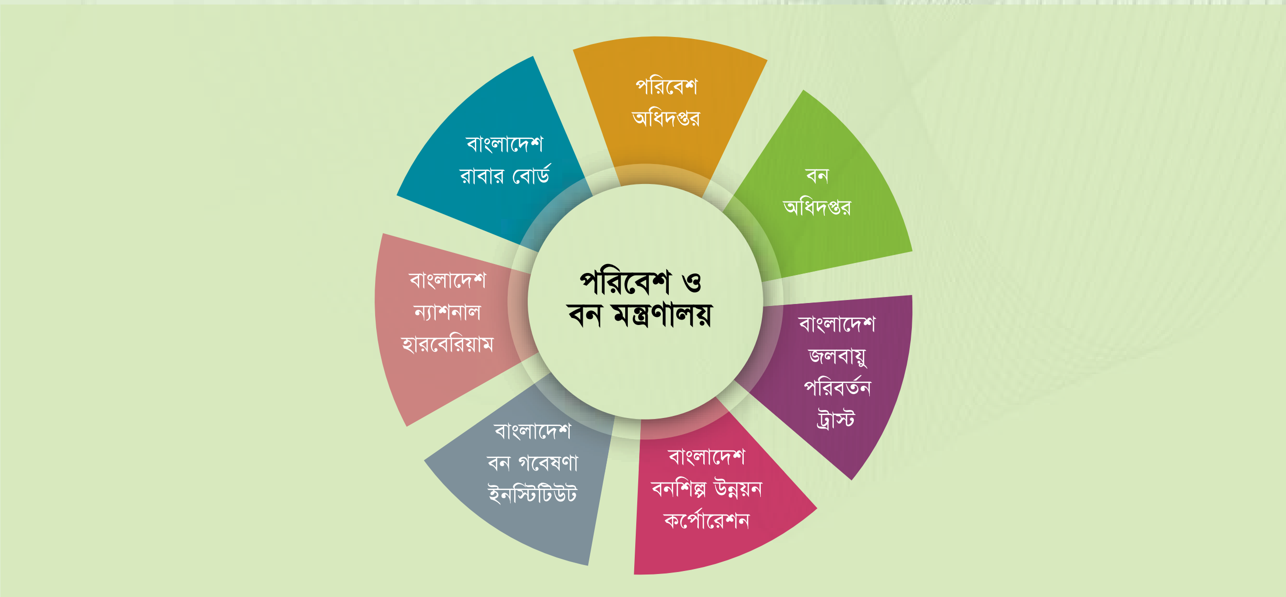

চিত্র ১.৫: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

১.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের ফোকাল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এবং বাংলাদেশের ক্ষতির বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্ব বিবেচনায় সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন নামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বিগত ২০১৬-২০১৭ সময় পর্যন্ত এসকল বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে; নিম্নে তা বর্ণনা করা হলোঃ

চিত্র ১.৬: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খরা ও নদী ভাঙ্গন

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনাঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে

বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের Nationally Determined Contributions বা NDC বাস্তাবায়ন রোডম্যাপ ও অ্যাকশন প্ল্যাণ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশের National Adaptation Plan বা NAP প্রস্তুতির কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক BCCSAP এর হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এবছরই তা চূড়ান্তকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি নিরূপণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী Country Vulnerability Assessment কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে প্রকল্পঃ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে এযাবত ২৬৯৭.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২১৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত কার্যাবলীর মধ্যে ১৬.৪ কি:মি: উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ৭২১৮টি সাইক্লোন সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ, ৩৫২.১২ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ, ৮৭২.১৮৬ কি:মি: খাল খনন, ৪০.৪৭১ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ, ২৮৪৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১২০০০ ভাসমান সবজি বাগান নির্মাণ এবং একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন নির্মাণ অন্যতম। এছাড়াও এই ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন ও প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক Climate Resilient Participatory Afforastation and Reforestation প্রকল্পের অধীনে বনায়ন বৃদ্ধি এবং forest degradation রোধে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও 'Community Based Adaptation to Climate Change Through Coastal Afforastation in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকায় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। UN-REDD কর্মসূচীর অধীনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বনভূমির উপর ঝুঁকি হ্রাসে কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চরাঞ্চলের মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক 'Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য Adaptation Fund Board-এ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু সহিষ্ণু টেকনোলজি প্রাপ্তির লক্ষ্যে Climate Technology Centre & Network (CTCN) বরাবরে ০৫ (পাঁচ)টি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে বিবেচনাধীন। CDM বা Clean Development Mechanism এর অধীনে ১৩ (তের) টি প্রকল্প প্রস্তাব CDM Executive Board-এ প্রেরণ করা হয়েছে। এরূপ আরও ০৮ (আট)টি প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। JCM বা Joint Crediting Mechanism এর অধীন ইতোমধ্যে ০৪ (চার)টি energy efficient technology বাংলাদেশে স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও টেকনোলজি বাংলাদেশে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ Short Lived Climate Pollutants বা SLCP এর সদস্য। এর অধীনে ১৬ (ষোল)টি অ্যাকশন প্ল্যাণ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বঃ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার সভা ও কর্মশালায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি উপস্থাপন ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে UNFCCC এর অধীনে COP-22 সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও LDC গ্রুপ এবং G-77 গ্রুপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবস্থান সমুন্নত রাখা হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় Adaptation Fund Board, Executive Committee on Loss and Damage ও Consultative Group of Exparts শীর্ষক বোর্ড/কমিটির সভায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে।

চিত্র ১.৭: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

১.১২ পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

১.১২.১ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বায়ুদূষণ জনিত সমস্যা নিরসনে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :

ইট ভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ: 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে সনাতন পদ্ধতির ইট-ভাটাসমূহের মধ্যে এ যাবৎ ৬৫.১৩% ভাগ ইট-ভাটা পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৯৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রন: ২০১৬-১৭ সনে সারাদেশে মোট ৫৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোট ৪২৮ টির অধিক মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৮০০ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

চিত্র ১.৮: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১.৯: মরু ময়তা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ইসতিয়াক আহমেদ

বায়ু দূষণ মনিটরিং ঃ বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ 'Clean Air & Sustainable Environment (CASE)' প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case_moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন ৫টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জ্বালানি সাশ্রয়ী (বন্ধু চুলা) গ্রামীণ চুলার প্রচলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোগ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও ভারতের অর্থায়নে সারাদেশে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১২০০ জন বন্ধু চুলার উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হয়েছে এবং ২,২০,০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার) বন্ধু চুলা স্থাপন করা হয়েছে।

১.১২.২ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীসহ অন্যান্য ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান নিয়মিত মনিটরিং করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীসহ বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ৩,২৪৮ টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে ২৮টি নদীর ৬৬টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করছে।

১.১২.৩ শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৩১৮টি শিল্পকারখানায় Effluent Treatment Plant (ETP) *স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প হতে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ* নিয়ন্ত্রণের জন্য হাজারীবাগ ট্যানারীগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১২.৪ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার কর্মসূচির অধীনে টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ৫টি টিভিসি নির্মিত হয়েছে এবং দুটি ধাপে মোট ১১টি টিভি চ্যানেল প্রচার করা হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আর্ন্তজাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪০টি স্থানে নিরব এলাকা চিহ্নিত সাইনপোস্ট করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত বিভিন্ন

কার্যক্রমের সংবাদ টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে। পত্র-পত্রিকায়ও কার্যক্রমের সংবাদ এবং শব্দদূষণ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৬-১৭=১১২৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। *শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা শহরের শব্দের মাত্রা পরিমাপের জন্য রাজধানীর ৭০টি পয়েন্টসহ* অন্যান্য বিভাগীয় শহরের ২০৬টি) পয়েন্টে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১.১২.৫ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১০৪৯ পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৮.৯৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে বকেয়াসহ ১৪.৩৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

১.১৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীব নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কো ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সারণি ১.৩ : প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪	সোনাদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬	টাঙ্গুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭	মারজাত বাওড়,	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

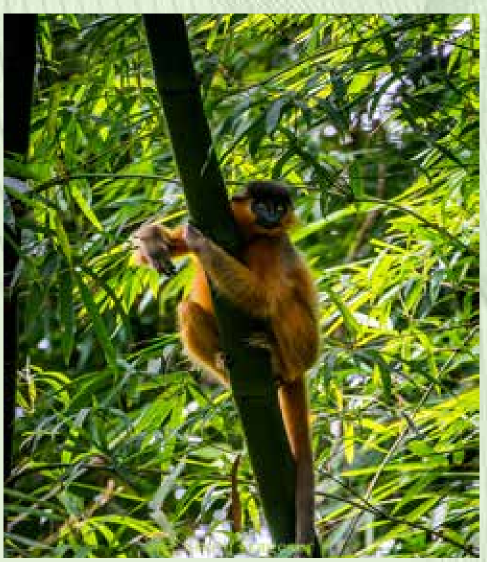

চিত্র ১.১০: লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ও সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী

১.১৪ বনায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৬,০০,০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ) হেক্টর। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৬২% সামাজিক বনায়নসহ বনভূমি। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০,০০০ (ষোলো লক্ষ) হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সংরক্ষিত বন এলাকা ঘোষণার পরিমান ২,৭৬০.৮০ হেক্টর। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের আয়তন ৫,১০৬.৪৬ হেক্টর ও ১,৩২৪.১৫ কিলোমিটার। উপকারভোগীর সংখ্যা পুরুষ ১৪,৫২৭ জন এবং মহিলা ৪,৩০৮ জনসহ মোট ১৮,৮৩৫ জন। বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ ২৪,৫৪,২৮,৮২৯ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪,৫৯১ হেক্টর ব্লক বাগান, ১,২০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। বিক্রয় ও বিতরণের মাধ্যমে ৩০.৩০ লক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে।

চিত্র ১.১০: লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ও সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী

১.১৫ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি উন্নয়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। জানুয়ারী, ২০১৭ হতে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ।
- সকল কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহার এর সুযোগ পাচ্ছে।
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। ফেইসবুকে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ছবিসহ সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

১.১৬ জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দিবস উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদযাপন: প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০১৭ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়। এবছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছিল **"I'm with Nature "** যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে, **'আমি প্রকৃতির, প্রকৃতি আমার'** এবং প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল- **"Connecting People to Nature"** যার ভাবানুবাদ "প্রাণের স্পন্দনে, **প্রকৃতির বন্ধনে"** বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ উদযাপন এবং পরিবেশ মেলা-২০১৭ ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ঃ বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় যাঁরা 'নিবেদিতভাবে' কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বছর পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে ড: গাজী মো: সাইফুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এবং পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে জনাব মোকারম হোসেন-কে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দুই ভরি ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্যের সমপরিমান নগদ অর্থ ও ৫০ হাজার টাকার একটি চেক, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়।

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেলখাল সহ বরিশালের ২৩টি খাল অপদখলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে জনগণের অবাধ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ড: গাজী মো: সাইফুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। জনাব মোকারম হোসেনকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে লেখনির মাধ্যমে জনসচেতনা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য

এবং পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রয়োগ, কার্যকর ইটিপি ও ইনসিনারেটর স্থাপনের মাধ্যমে কারখানায় সৃষ্ট তরল ও কঠিন বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাসহ পরিবেশ সংরক্ষণে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-কে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পরিবেশ মেলা ২০১৭ আয়োজন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৭ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বাণিজ্য মেলার মাঠে ০৭দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত মেলা শুভ উদ্বোধন করেন। দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান মেলায় পরিবেশ বান্ধব পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করে।

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার: সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপন অভিযানকে একটি স্থায়ী চলমান স্বত:স্ফুর্ত কার্যক্রমে পরিণত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপনে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছর এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপন কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

বিশ্ব বাঘ দিবস: সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে ২৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখে বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাগেরহাটে, র‌্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া খুলনা দাকোপ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত বছর ক্যামরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে জরিপ করে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা গড়ে ১০৬টি পাওয়া গিয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাঘ সংরক্ষণে Bangladesh Tiger Action Plan এবং USAID এর সহায়তায় The Bengal Tiger Conservation Plan (BAGH) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১.১৭ গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট: পরিবেশ বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৬৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা ১০টি। আন্তর্জাতিক ও দেশীয়জার্নালে ২৫টি গবেষণাপ্রবন্ধ/পপুলারআর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিউজলেটারে গবেষণা প্রবন্ধ/ পপুলার আর্টিকেলের সংখ্যা ৩০টি। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাঁশ ব্যবহার করে কম্পোজিট প্রোডাক্টসদ্বারা দৃষ্টিনন্দন দরজা ও পার্টিশন তৈরির কৌশল উন্নয়ন করা হয়েছে। ২৬টি বৃক্ষের কার্বণের পরিমাণ নিরুপণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় "আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরবিআরটিসি) স্থাপন" প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ১,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে ০৬টি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ১৪০০ টি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও ১০৮৬ টি উদ্ভিদ নমুনার এক্সেসেশন নম্বর প্রদান এবং ২,১৩৯টি উদ্ভিদের নমুনা সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১০৫০টি উদ্ভিদের নমুনার ডাটাবেইজ তৈরি এবং ল্যাবরেটরিতে দুটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র ১.১২: টাঙ্গুয়ার হাওড়ের অতিথি পাখি

১.১৮ প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন:

সরকারি দপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রবর্তিত Annual Performance Agreement (APA) ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সফলতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ৬ জুলাই, ২০১৭ তারিখে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর মধ্যে ২০১৭-১৮ সালের APA স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/

সংস্থাসমূহের মধ্যকার ২০১৭-১৮ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ১৫ জুন, ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-তে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals (SDGs)-এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অচঅ-তে কিছু নতুন কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত হয়েছে যা সংস্থাসমূহের স্ব-স্ব অচঅ-তেও প্রতিফলিত হয়েছে। চলতি বছর APA-তে সংযুক্ত এরূপ নতুন কর্মকান্ডের মধ্যে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা অন্যতম।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ন্যান্স, আইন/বিধিমালা প্রণয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১৬-১৭ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সহায়তায় মন্ত্রণালয়ে ০৯ সদস্যের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। বিগত বছরে ইনোভেশন টিমের ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান ডিজিটালে রূপান্তর এবং সামাজিক বনায়নের সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভ্যাংশ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইড লাইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৭ এবং জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (National Conservation Strategy-NCS) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কঠিণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য হতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এবং টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১৯ প্রকাশনা

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে¨ সুদৃশ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৭ এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- সর্বসাধারণের অবগতি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারী বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রধান সংবাদের বিরতিতে টিভি স্পট/স্ক্রল সম্প্রচার করা হয়েছে।
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সর্বসাধারণের অবগতি এবং গণসচেতনতামূলক ৬২টি বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র ১.১৩: প্রকৃতি ও সুন্দরবন

১.২০ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ১.৪: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		মোট বরাদ্দ জিওবি প্রকল্প সাহায্য		জুন পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
		এডিপি	আরএডিপি	এডিপি	আরএডিপি	অবমুক্তি	ব্যয়
১	বন অধিদপ্তর	১২ টি	১৭ টি	২৫৯২০.০০ ৮২১৫.০০ ১৭৭০৫.০০	২৫৫০৬.০০ ৭৩২২.০০ ১৮১৮৪.০০	২৫০১৫.৫৬ (৯৮.০৮%)	২৪৪২৩.৭৫ (৯৫.৭৬%)
২	পরিবেশ অধিদপ্তর	১১টি প্রকল্প	১২টি প্রকল্প	৬৬৩১.০০ ১২৪২.০০ ৫৩৮৯.০০	৪১৪২.০০ ৩৪৫.০০ ৩৭৯৭.০০	৪২৫২.০৭ (১০২.৬৫%)	৪১১৩.৮৭ (৯৯.৩২%)
৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	কেস প্রকল্পের ১ টি অংগ	কেস প্রকল্পের ১ টি অংগ	৩৬৪৩.০০ ০.০০ ৩৬৪৩.০০	২৪৩০.০০ ১৮.০০ ২৪১২.০০	২৪২৫.৫০ (৯৯.৮১%)	২১৯৬.০৭ (৯০.৩৯%)
৪	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	কেস প্রকল্পের ১ টি অংগ	কেস প্রকল্পের ১ টি অংগ	৫১০.০০ ৩০.০০ ৪৮০.০০	৫১১.০০ ৮.০০ ৫০৩.০০	৪৮৭.৬০ (৯৫.৪২%)	৪৪৩.০০ (৮৬.৬৯%)
৫	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩টি প্রকল্প	৪টি প্রকল্প	১৬০৯.০০ ১৫.০০ ১৫৯৪.০০	২০২৩.০০ ৮৭.০০ ১৯৩৬.০০	২০০১.২৫ (৯৮.৯২%)	১৯১৯.৪৩ (৯৪.৮৮%)
৬	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম	১টি	১টি	৬২০.০০ ৬২০.০০ ০০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০	২৫০.০০ (১০০%)	২৪৫.৫৩ (৯৮.২১%)
৭	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	১টি	১টি	১০৩.২৯ ১০৩.২৯ ০০.০০	৭০.০০ ৭০.০০ ০০.০০	৭০.০০ (১০০%)	৬১.৪০ (৮৭.৭১%)
৮	বিএফআইডিসির নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প	২টি	২টি	৬০০.০০ ৬০০০ ০.০০	১৫৬০.০০ ১৫৬০.০০ ০.০০	১৫১৬.৩৪ (৯৭.২০%)	১৫০৬.০৩ (৯৬.৫৪%)
সর্বমোট		৩০টি প্রকল্প ও ২ টি অংগ	৩৭ টি প্রকল্প ও ২ টি অংগ	৩৯৬৩৬.২৯ ১০৮২৬.২৯ ২৮৮১১.০০	৩৬৪৯২.০০ ৯৬৬০.০০ ২৬৮৩২.০০	৩৬০১৮.৩২ (৯৮.৭০%)	৩৪৯০৯.০৮ (৯৫.৬৬%)

সারণি ১.৫ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপর্ণ প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) (বরাদ্দের %)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	Strengthening the Environment, Forestry and Climate Change Capacities of Ministry of Environment and Forests (অক্টোবর ২০১৩ - অক্টোবর ২০১৬)	৩৪৮৬.০০ **লক্ষ টাকা** (FAO)	১১০০.০০	১১০০.০০ (১০০%)	৭৬.৬১%
২	Community Based Sustainable Management of Tanguar Haor (Third Phase) (জুলাই ২০১২ - আগস্ট ২০১৬)	২১৫২.৬৬ **লক্ষ টাকা** (SDC)	৮৩.০০	৮৩.০০ (১০০%)	৯৭.৪৬%
৩	Climate Finance Governance (CFG) Project (জানুয়ারি ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৮)	৪৩০০.০০ **লক্ষ টাকা** (জিআইজেড ও জিওবি)	৭৩৯.০০	১৩৯.০০ (১০০%)	৬৭%

১.২১ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

সারণি ১.৬ : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নম্বর	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের মেয়াদ
১	সমুদ্র সম্পদ পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	২০১৬-২০
২	সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন	২০১৬-২০
৩	INDC বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	২০১৬-২০
৪	বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনা ও যুগোপযোগিকরণ, নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন	২০১৬-১৮
৫	জেগে উঠা চর এবং ডুবোচরে বনভূমি সৃজন করে সমুদ্র হতে ভূমি উত্তোলনের বিষয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	২০১৬-১৮

চিত্র ১.১৪: রাতারগুল জলাভূমির বন

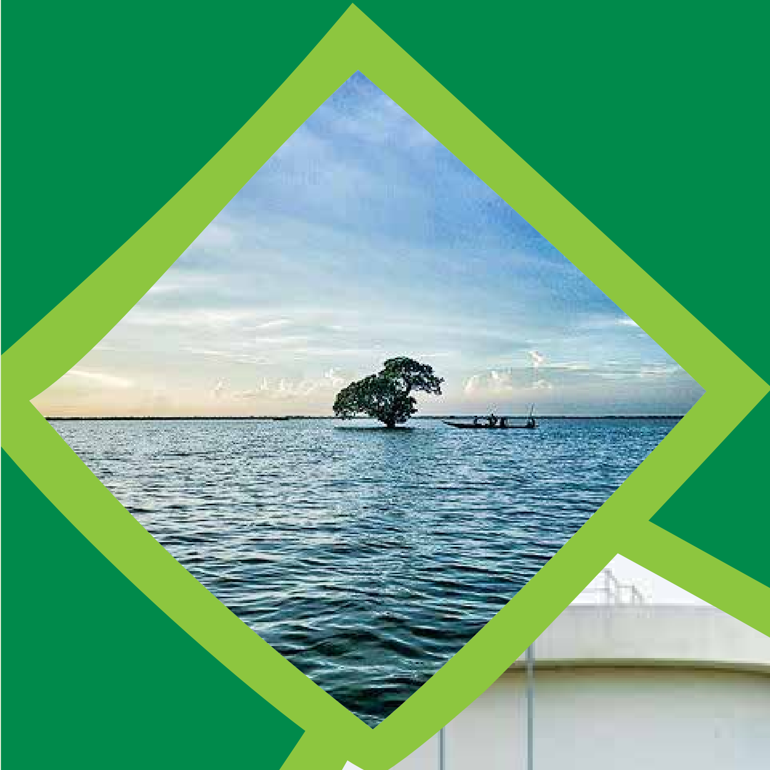

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ অধিদপ্তর

www.doe.gov.bd

২.১ পরিচিতি

১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারি করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের নাম পরিবর্তনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ২১টি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ।

২.২ কার্যাবলি

পরিবেশ অধিদপ্তর অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে নিয়মিত যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ:

- শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করা। প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার ও প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকল অনুযায়ী দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোন-স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা। পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন;

- সময়ে সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ-ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন ।

২.৩ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত জনবল ৭২০ জন । কর্মরত জনবল ৪৪৮ জন এবং শূন্য পদ ২৭২টি ।

সারণি ২.১: পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল

ক্রম	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১	প্রথম শ্রেণি	২০৫	১১৪	৯১
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	১২৫	৫৮	৬৭
৩	তৃতীয় শ্রেণি	২৬৮	১৮৩	৮৫
৪	চতুর্থ শ্রেণি (আউটসোর্সিংসহ)	১২২	৯৩	২৯
মোট		**৭২০**	**৪৪৮**	**২৭২**

২.৪ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যে বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে তার মধ্যে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অন্যতম । বাংলাদেশে বায়ুদূষণের যে সমস্ত উৎস রয়েছে তার মধ্যে ইটভাটা, যানবাহন, শিল্পকারখানা, রাস্তার ধুলাবালি, বায়োমাস পোড়ানো উল্লেখযোগ্য । পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন Bangladesh Air Pollution Studies (BAPS) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে Norwegian Institute for Air Research (NILU) এর সহায়তায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিচালিত ২০১৩-১৬ সময়ে বায়ুদূষণের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা (PM 2.5) যার প্রধান উৎস হলো সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা যা হতে প্রায় ৫৮% বস্তুকণা নির্গত হয় । এছাড়া যানবাহন থেকে ১০.৪%, রাস্তার ধুলাবালি থেকে প্রায় ১৫%, বায়োমাস পোড়ানো থেকে ৭.৪% এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রায় ৯% বস্তুকণা বাতাসে নির্গত হয় ।

২.৪.১ ইটভাটা-সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

ইটভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর: পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে বিদ্যমান সনাতন পদ্ধতির ১২০ ফুট চিমনিবিশিষ্ট ইটভাটা জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । সনাতন পদ্ধতির নতুন ইটভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বন্ধ করা হয়েছে । ইতোমধ্যে দেশে ৪৩৯০টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে । এ পর্যন্ত ৬৫.১৩% ইটভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে । পরিবেশবান্ধব ইটভাটার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

সারণি ২.২ : বিভাগভিত্তিক ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রম	বিভাগের নাম	ইটভাটার সংখ্যা	ফিক্সড চিমনি (৮০-১২০ ফুট)	জিগজ্যাগ/ উন্নত জিগজ্যাগ	হাইব্রিড হফম্যান	অটোমেটিক/ ট্যানেল কিলন	উন্নত অন্যান্য প্রযুক্তি	উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের হার
১	বরিশাল	৩১৫	১১৩	২০৯	২	০	২	৬৭.৬২%
২	চট্টগ্রাম	১৪৫৫	৫১৯	৮৭২	২০	২	০	৬১.৪৪%
৩	সিলেট	২১৪	৪০	১৭৩	১	০	০	৮১.৩১%
৪	ঢাকা	২৪৪১	৭৯২	১৬২৩	১৭	৪৫	২	৬৯.১১%
৫	খুলনা	৭৯৬	২৫০	৫৩৫	০	১০	১	৬৮.৫৯%
৬	রাজশাহী	১৫১৯	৬৫০	৮৫৬	২০	০	০	৫৭.৬৭%
	মোট	৬৭৪০	২৩৬৪	৪২৬৮	৬০	৫৭	৫	(৬৫.১৩%)

ইটভাটায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

- পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনের আওতায় ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৬০৫টি ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ১৪.৪৪৭ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে এবং ১০.৭৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ সময়ে সারা দেশে ২১৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তিন কোটি ৫০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে এবং ৩২টি ইটভাটা বন্ধ করা হয়েছে।

২.৪.২ যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। যানবাহন-সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিত ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ির ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ সময়ে সারাদেশে ৫৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত ৪২৮টির অধিক মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণসহ তিন লক্ষ ২৫ হাজার আটশত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

চিত্র ২.১: পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত যানবাহন নিঃসরিত কালো ধোঁয়ার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম।

২.৪.৩ বায়ু দূষণ মনিটরিং কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ প্রকল্প বস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের অধীন বায়ুদূষণ মনিটরিং, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার লক্ষ্যে ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station, CAMS) চালু রয়েছে। এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদান বস্তুকণা, ওজোন, সালফারডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদির পরিমাণ সার্বক্ষণিক পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুকণা পরিমাপের আওতায় এসপিএম, পিএম১০, পিএম২.৫ পরিবীক্ষণসহ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরুপণ করা সম্ভব হচ্ছে। বায়ুদূষণ কার্যক্রমকে সারাদেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও সাভারের আশুলিয়ায় পাঁচটি সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন স্থাপনের জন্য লোকেশন নির্ধারণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা ১০ ও বস্তুকণা ২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবং প্রায়শই নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসুমে ইটের ভাটাসমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে এই কারনে রাস্তাঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে

চিত্র ২.২: সার্বক্ষণিক বায়ু মনিটরিং স্টেশন।

বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে। ঢাকাস্থ দারুস সালাম CAMS-এর বায়ুমানের উপাত্ত থেকে দেখা যায় অন্যান্য বছরের মত ২০১৬ সালেও এপ্রিল-অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ এলাকার বাতাসে Particiulate Matter (বস্তুকণা) এর ঘনত্ব উপস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ এ দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ২০১৪ হতে ২০১৬ সালের বায়ুমান উপাত্ত অনুসারে দারুস সালাম সংলগ্ন স্থানীয় এলাকায় বায়ুমান ২০১৬ সালের ৮৮ দিন মাঝারি অবস্থানে (মধ্যম) ছিল।

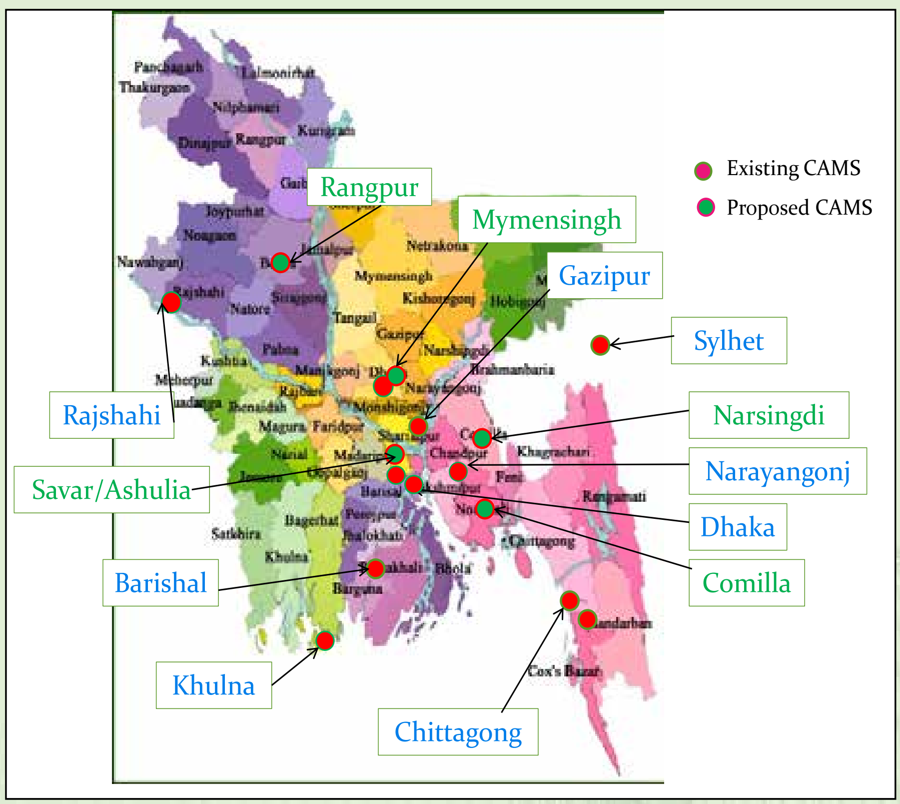

চিত্র ২.৩: দেশব্যাপী সার্বক্ষণিক বায়ু মনিটরিং স্টেশনের অবস্থানসহ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বায়ু মনিটরিং নেটওয়ার্ক

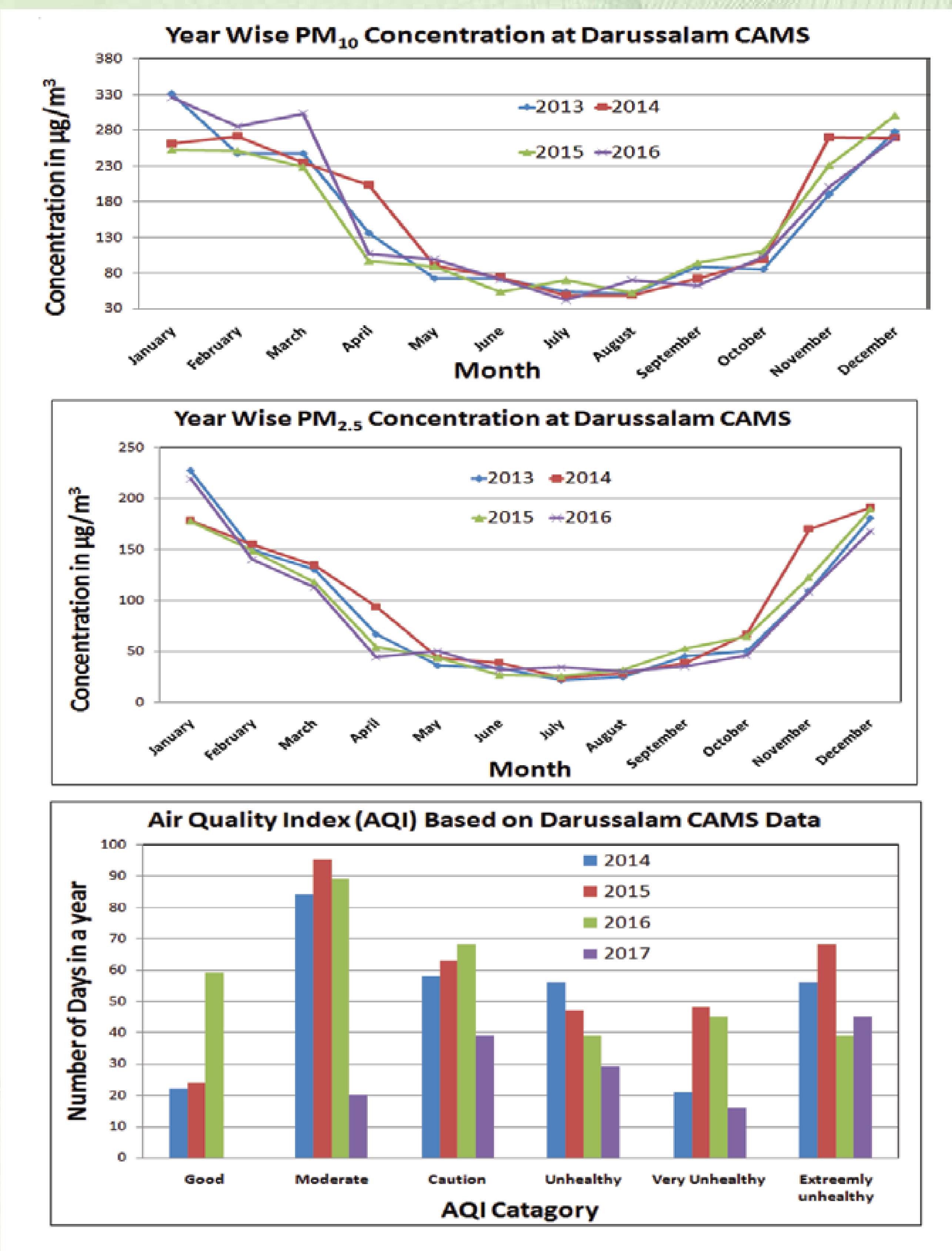

চিত্র ২.৪: দারুসসালাম CAMS এর PM10, PM2.5 AQI

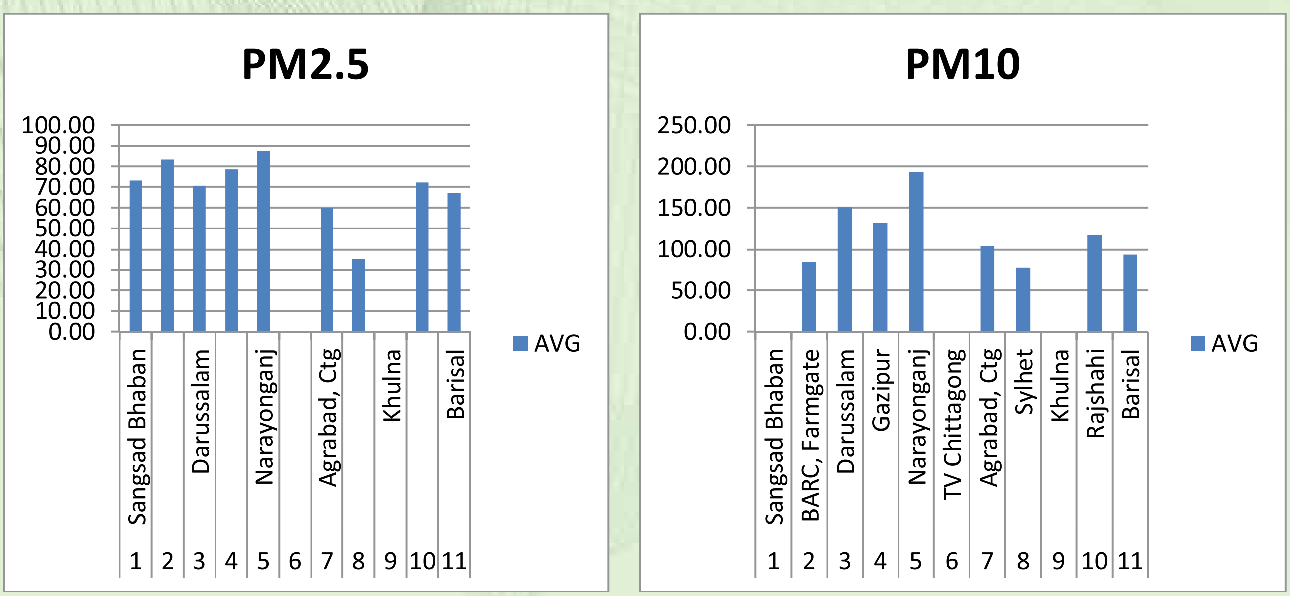

চিত্র ২.৫: বিভিন্ন CAMS স্টেশন এর PM2.5 ও PM10

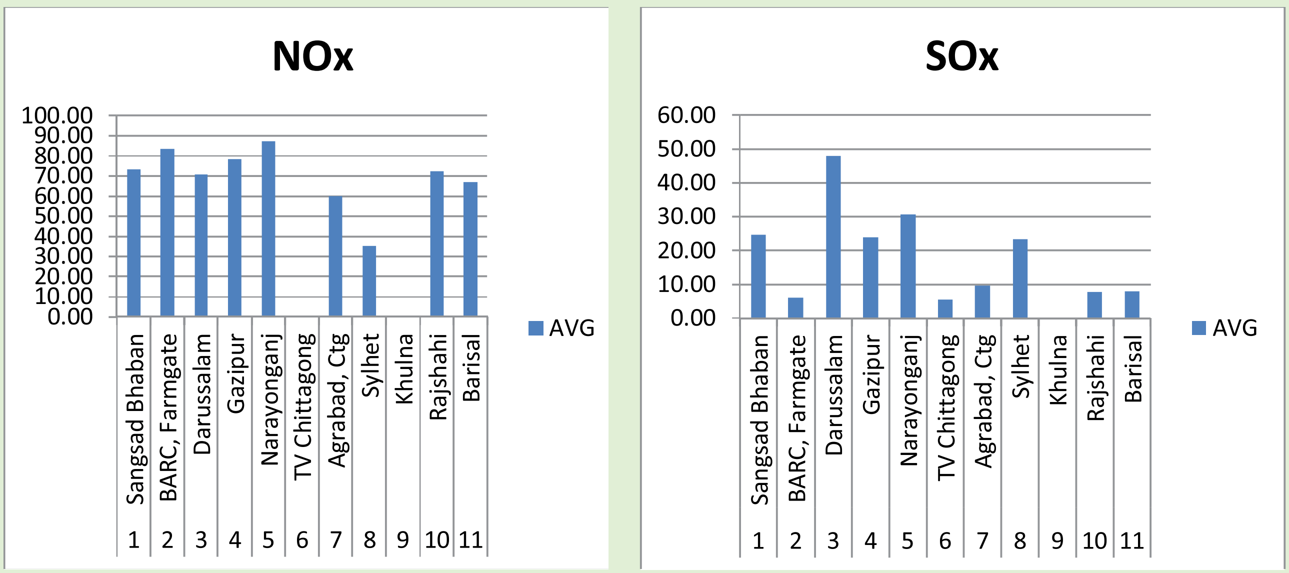

চিত্র ২.৬: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে NOX3 SO_2 Annual Concentration, 2016

বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক Air Quality Index (AQI) কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case_moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে বায়ুমান সূচক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে। বায়ুমান সূচকের মাধ্যমে জনগণ বায়ুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে বায়ুদূষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২টি টিভিসি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। কয়েক ধরনের প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করে দেশব্যাপী সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে।

সারণি ২.৩: ১৯ জুলাই ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বায়ুর মানমাত্রা		
Pollutant	Objective	Averaging Time
CO	10 mg/m3; (9 ppm)	8-hour
	40 mg/m3; (35 ppm)	1-hour
Lead	0.5 µg/m3	Annual
NO_2	100 µg/m3; (0.053 ppm)	Annual
PM-10	50 µg/m3	Annual
	150 µg/m3	24-hour
PM-2.5	15 µg/m3	Annual
	65 µg/m3	24-hour
SPM	200 **µg/m3**	8-hours
Ozone	235 µg/m3; (0.12 ppm)	1-hour
	157 µg/m3; (0.08 ppm)	8-hour
SO_2	80 µg/m3; (0.03 ppm)	Annual
	365 µg/m3; (0.14 ppm)	24-hour

National Ambient Air Quality Standards

২.৪.৪ বন্ধু চুলার উদ্যোক্তা উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ রোধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও GIZ এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বন্ধুচুলা প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ বন্ধুচুলা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের অর্থায়নে ৭০ হাজার বন্ধুচুলা (Improved Cooked Stove) বিতরণ হয়েছে।

২.৫ পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২.৫.১ নদীর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করে। মনিটরিং প্যারামিটারগুলো হলো: pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity and Total Alkalinity। উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে ২০১৬ সালে বাংলাদেশর বড় বড় নদী যেমন, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO, BOD এবং COD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার বা পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চমাত্রার BOD ৪০ মি.গ্রা./লি. (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি.গ্রা./লি. বা এর নিম্নে), COD ১২৬ মি.গ্রা./লি. (UNECE standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি.গ্রা./লি. বা এর নিম্নে). Chloride ১২৫ মি.গ্রা./লি. (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি.গ্রা./লি.) এবং TDS ৬৪১ মি.গ্রা./লি. (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি.গ্রা./লি.) পাওয়া যায়।

২০১৬ সালে খুলনা এলাকার ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গেছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ১২৬৯৭ মি.গ্রা./লি. (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি.গ্রা./লি.) এবং TDS ১৬৩৭০ মি.গ্রা./লি. (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি.গ্রা./লি.) পাওয়া গেছে। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে বেশি Turbidity লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ Turbidity-এর কারণে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় ফলে একদিকে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে নদীর তলদেশে (river bed) পলি জমে। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity ১৩৭.৩ NTU (গ্রহণযোগ্য মান ১০ NTU পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে।

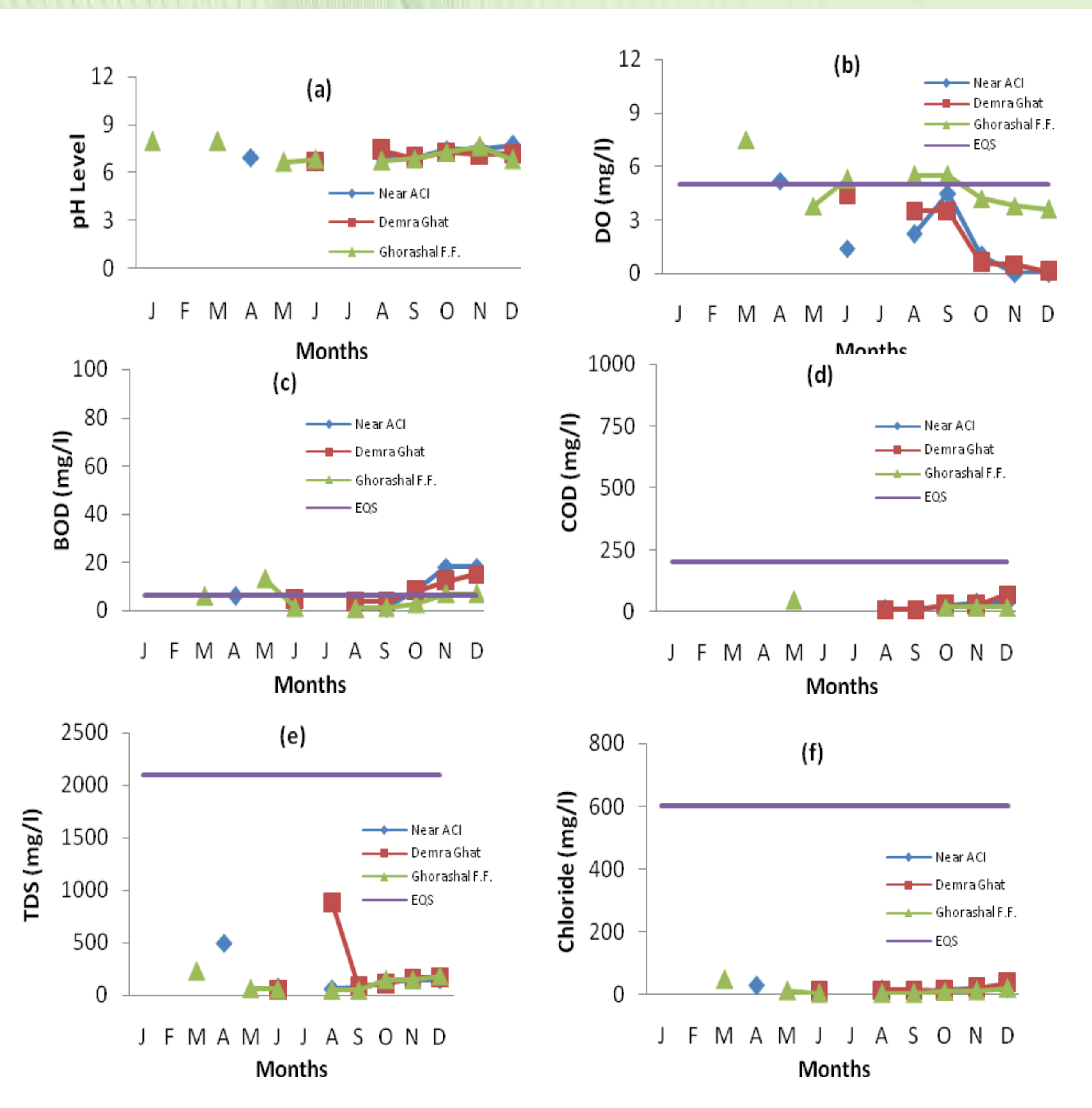

চিত্র ২.৭: বিভিন্ন স্থানের পানির বিভিন্ন প্যারামিটারের মান

২.৫.২ জিও-স্পেইশাল ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং নেটওয়ার্ক স্থাপন

পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের যে সকল ভূ-উপরিস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র ছিল সেগুলো পুনঃস্থাপন করার লক্ষ্যে Development of Geo-spatial Water Quality Monitoring Network and Database for Bangladesh শীর্ষক একটি **স্টাডি** প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের গবেষণাগার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পানির গুণগত মানের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ১০টি নদীর পানির মান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র পুনঃস্থাপন করা হয়েছে ।

চিত্র ২.৮: হাজারীবাগের ট্যানারিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: রইছউল আলম ম-ল সেবা সংযোগ (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন) বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রমের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর প্রদান করছেন।

২.৫.৩ হাজারীবাগের চামড়া শিল্প সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর

বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ রোধকল্পে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারি শিল্প-কারখানাসমূহ কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক সাভার-কেরাণীগঞ্জের হরিণধরায় অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা হচ্ছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫১টি ট্যানারি কারখানা সাভার-কেরানীগঞ্জের হরিণধরা শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করে উৎপাদন শুরু করেছে।

২.৫.৪ মেঘনা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ

মেঘনা নদীর পানিকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দি মেঘনা রিভার ফর ঢাকা'স সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসা উক্ত প্রকল্পের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

২.৬ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম

শব্দদূষণ মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। নগরায়ন, শিল্পায়ন, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, যানবাহন, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি ২০১৫-১৭ গ্রহণ করে। গাড়িচালক, সাইরেন ব্যবহারকারী, শিক্ষার্থী, গাড়ির মালিক, জনগণকে উদ্দেশ্য করে নির্মিত ৫টি টিভি স্পট দুটি ধাপে মোট **১১**টি টিভি চ্যানেলে সর্বমোট ৬২০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ বিভাগে অনুষ্ঠিত শিক্ষার্থী, চালক ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণেও টিভিসিগুলি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে শব্দ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র ২.৯: শব্দদূষণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব

২.৭ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

২.৭.১ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ুতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতুবৈচিত্র্যের রূপকে করছে ক্ষুণ্ন। যার কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ তথা অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৭ থেকে ২১ সেন্টিমিটার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকি, বিপন্নতা অভিযোজন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়ে সমীক্ষা ও মূল্যায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায় সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষাÑ২০১৪ অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে জলবায়ুর নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে :

- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে;
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করেছে;
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত স্বল্প সময়ে বেশি বৃষ্টিপাত শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে;
- ভয়াবহ বন্যা ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে;
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অশান্ত সমুদ্র জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

Global Climate Risk Index (GCRI) 2010-এর তথ্যানুসারে ১৯৯০ হতে ২০০৮ সাল সময়ে গড়ে প্রতিবছর ৮,২৪১ জন লোক নিহত হয়েছে, বছরে ১.২ বিলিয়ন সমমূল্যের সম্পদ নষ্ট হয়েছে এবং ১.৮১ শতাংশ হারে জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'জার্মান ওয়াচ' কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৬' অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকি সূচকে ৬ নম্বরে

বাংলাদেশের অবস্থান। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক জুন ২০১৪-এ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৯.৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে।

২.৭.২ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত আন্তর্জাতিক সকল উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক সকল উদ্যোগে পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিম-লে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দেশের অভ্যন্তরে বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে।

জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব জনাব বান কি-মুনের আমন্ত্রণে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে একটি ঐতিহাসিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের ১৯৫টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২৭ মে ২০১৭ পর্যন্ত ১৯৪টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের ৮৩.৫৯% প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ১৪৭টি সদস্য দেশ উক্ত চুক্তিটি অনুস্বাক্ষর বা রেটিফাই করেছে। বিগত ৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কার্যকর হয়েছে।

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে মারাকাস জলবায়ু সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। UNFCCC-এর আওতায় ৭-১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মরক্কোর মারাকেশ শহরে ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP22) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্যারিস চুক্তিতে গৃহীত বিভিন্ন বিষয় বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (modalities, procedures and guidelines) প্রণয়নের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা। মারাকেশ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২.৭.৩ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম

Climate Technology Centre and Network (CTCN): উন্নত দেশগুলো হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে UNFCCC-এর অধীন Climate Technology Centre and Network (CTCN) **প্রতিষ্ঠিত হয়েছে**। CTCN-এর সাথে জাতীয় পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের সমন্বয় সাধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে National Designated Entity (NDE) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে NDE Focal Point হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। CTCN-এর আওতায় প্রাথমিকভাবে পাঁচটি অভিযোজন ও প্রশমন টেকনোলজি চিহ্নিত করে Technical Assistance এর জন্য CTCN-এ প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। CTCN-এ জমাকৃত পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন সহি**ôz** অভিযোজন ও প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে CTCN হতে প্রাথমিক সম্মতি পাওয়া গেছে:

(ক) Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geo-morphology (Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc.) in the Coastal Areas of Bangladesh.

(খ) Technical assistance for saline water purification technology at household level and low-cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh.

(গ) Development of a certification course for energy managers and energy auditors of Bangladesh.

Joint Crediting Mechanism (JCM): জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাপান হতে বিদুৎ, জ্বালানি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রচলনে সহায়তা লাভ করছে। স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা

এর মূল লক্ষ্য। JCM-এর আওতায় JCM Model Project বাস্তবায়নে জাপান সরকার কর্তৃক ৫০% পর্যন্ত অনুদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে। JCM-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে ঢাকায় Low Carbon Growth Partnership between the Japanese side and the Bangladeshi side বিষয়ে MoU স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে JCM সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। ২০১৬-১৭ সালে JCM সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(1) JCM প্রকল্প গ্রহণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর চারটি কর্মশালা আয়োজন করেছে;

(2) JCM বিষয়ক বাংলা ভাষায় একটি চার্ট বা সহায়ক পুস্তিকা এবং একটি লিফলেট প্রণয়ন করা হয়েছে;

(3) জাপানের সহায়তায় বাংলাদেশে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দুইটি জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে

- Energy saving by installation of High-efficiency Loom at Weaving Factory of Hamid Fabrics Limited, Bangladesh.
- Installation of High Efficiency Centrifugal Chiller for Air Conditioning System in Clothing Tag Factory of NEXT Accessories Ltd, Rupganj, Narayanganj.

(৪) JCM-এর আওতায় ময়মনসিংহের সুতিয়াখালিতে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ আরও তিনটি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২.৭.৪ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis শীর্ষক একটি গবেষণা Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Institute of Water and Flood Management (IWFM) of BUET এবং Institute of Water Modelling (IWM) এর কারিগরি সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম মংলা বন্দরের টাইডাল গেজ (Tidal Gauge) স্টেশনের বিগত ৩০ বছরের উপাত্ত (Data) নিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রবণতা বিশ্লেষণ (Trend Analysis) করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে নিম্ন গাঙ্গেয় পললভূমি, মেঘনা মোহনা পললভূমি ও চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার। প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের পক্ষে একটি দালিলিক প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) প্রণয়ন: Global Environment Facility (GEF)-এর অর্থায়নে UNDP Bangladesh-এর সহায়তায় 'বাংলাদেশ: থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) টু দি ইউএনএফসিসিসি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের Voluntary Obligation হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদন পরবর্তীকালে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ পেশ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে Green House Gas Inventory প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইনভেন্টরিতে IPCC-এর গাইডলাইন অনুযায়ী পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ২০০৬-১২ সময়ে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ণয় করা হচ্ছে। এ সকল ক্যাটাগরি হলো: Energy; Industry; Agriculture, Forestry and Other Land Use; Waste; Other (e.g., indirect emissions from nitrogen deposition from non-agriculture sources)। এ প্রকল্প হতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে মূল প্রতিবেদন Bangladesh: Third National Communication (TNC) to the UNFCCC-এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে ২০১৭-এর মধ্যে UNFCCC-এ পেশ করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ: জার্মান দাতা সংস্থা GIZ-এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে দেশের ৬৪টি জেলায় এবং সেক্টরভিত্তিক Vulnerability Assessment করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় পর্যায়ে তিনটি এবং উপকূলীয় অঞ্চল, বন্যা ও খরাপ্রবণ এলাকায় Hot Sopt Based দুইটি Vulnerability Assessment করা হবে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় GIZ-এর সহায়তায় ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের অংশগ্রহণে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে Climate Change Impact Chain বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। সামগ্রিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি GIS ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ পূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 'বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ হরা হয়েছে।

২.৭.৫ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড হতে সরাসরি অর্থ প্রাপ্তির উদ্যোগ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকার United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় গঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড হতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরাসরি অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক Economic Relations Division (ERD)-কে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের National Designated Entity (NDA) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। NDA-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে Accreditation -এর জন্য আরও দুটি সংস্থার সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর অনলাইনে আবেদন দাখিল করেছে। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে Accreditation এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GIZ-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সামগ্রিক আর্থিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৮ শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম

২.৮.১ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ

পরিবেশ অধিদপ্তর দ্রুততম সময়ে উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে সেবা প্রদানের সময় সংক্ষিপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের সময়সীমা নিম্নরূপ:

সারণি ২.৪: শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের সময়সীমা

ক্রম	শ্রেণি	ছাড়পত্রের ধরন	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-তে সময়সীমা (কার্যদিবস)	প্রস্তাবিত সময়সীমা (কার্যদিবস)
১	সবুজ	পরিবেশগত	১৫	৭
২	কমলা-ক	অবস্থানগত	৩০	১৫
		পরিবেশগত	১৫	৭
৩	কমলা-খ	অবস্থানগত	৬০	২১
		পরিবেশগত	৩০	২০
৪	লাল	অবস্থানগত	৬০	৪৫
		ইআইএ অনুমোদন	৬০	৩০
		পরিবেশগত	৩০	৩০

২.৮.২ ছাড়পত্র অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি

নাগরিক সেবা সহজীকরণসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিগত ৮ এপ্রিল ২০১৫ হতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন প্রক্রিয়া বা অটোমেশন পদ্ধতি চালু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় অনলাইনে ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলসহ ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি ধাপ উদ্যোক্তা কর্তৃক মনিটরিং করার সুবিধা চালু করা হয়। ফলে বর্তমানে উদ্যোক্তা অনলাইনে ছাড়পত্রের আবেদন দাখিল এবং অগ্রগতি দেখতে পারেন। অটোমেশন কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অনলাইনে ৫২০৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৪২২টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি ২.৫: অনলাইনে ছাড়পত্র নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	শিল্প ও প্রকল্পের ধরন	প্রাপ্ত আবেদন	ছাড়পত্র প্রদান	প্রক্রিয়াধীন	আবেদন খারিজ
১	সবুজ	৪৬৮	২২৪	২২৪	২০
২	কমলা (ক)	১০২২৫	৭১৭৫	২৯৭২	৭৮
৩	কমলা (খ)	২৩৩২০	১৩০৯০	১০১৭০	৬০
৪	লাল	৫২০৫	২৩৪৪	২৭৮৫	৭৮
মোট		৩৯২১৮	২২৮৩৩	১৬১৫১	২৩৬

২.৯ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর আওতায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারি করা হবে। এই আইনের অধীন বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর ফিফথ ন্যাশনাল রিপোর্ট হিসেবে বায়োডাইভারসিটি ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার সকল পূর্ণ ও আংশিক মৌজার নাম সংশোধন করে বিগত ৬ জুন ২০১৭ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র ২.১০: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

২.১০ ভূমির অবক্ষয় ও মরুময়তা প্রতিরোধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) স্বাক্ষরকারী দেশ। UNCCD-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক স্টেকহোল্ডার Consultation-এর মাধ্যমে Bangladesh National Action Program for Desertification, Land Degradation and Drought 2015-24 প্রনয়ণ করা হয়েছে ।

২.১১ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপকমাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা	:	১০৪৯টি
ক্ষতিপূরণ ধার্য	:	১৮.৯৩ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণ আদায়	:	১৪.৩৩ কোটি টাকা

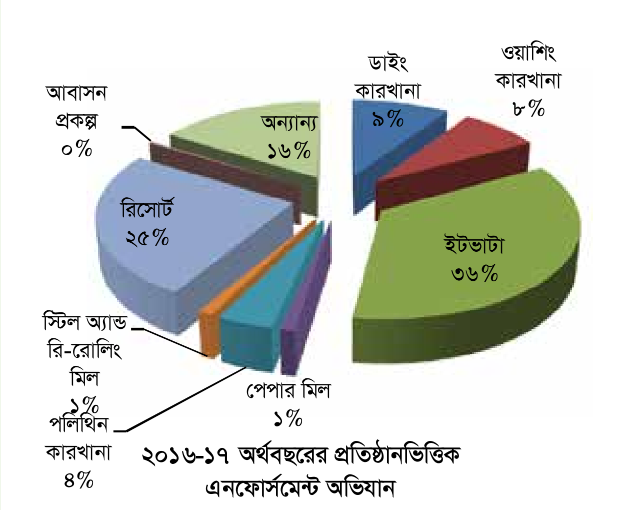

চিত্র ২.১১: প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান

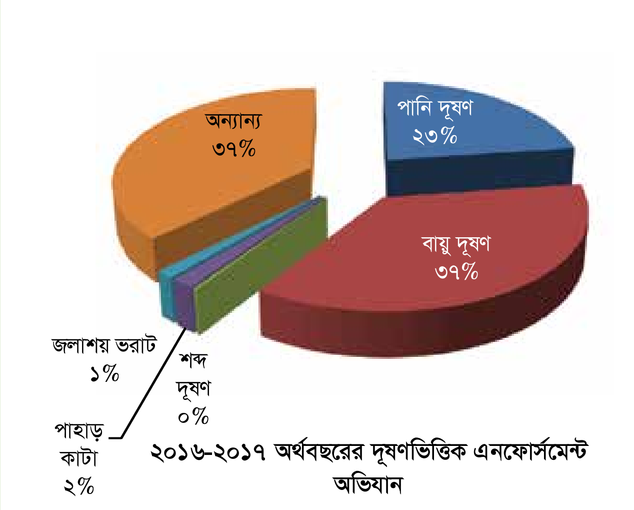

চিত্র ২.১২: দূষণের প্রকৃতিভিত্তিক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি

চিত্র ২.১৩: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

২.১২ পরিবেশ বিষয়ক মামলা ও রিট

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার জন্য সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ জারিপূর্বক দেশে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে তিনটি পরিবেশ আদালত এবং ১৯টি জেলায় পরিবেশ বিষয়ক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম চালু রয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক দায়েরকৃত রিট পিটিশনের বছরভিত্তিক একটি তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণি ২.৬: দায়েরকৃত রিট পিটিশনের পরিসংখ্যান

ক্রম	বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
১	২০০৯ পর্যন্ত	২৩৫
২	২০১০	১২৩
৩	২০১১	৯৬
৪	২০১২	৩৫
৫	২০১৩	৭৯
৬	২০১৪	১৩৯
৭	২০১৫	৮৫
৮	২০১৬	১৩৯
৯	২০১৭	৮৭
	মোট	১০১৮

২.১৩ রাজস্ব কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর নির্ধারিত ফি আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন ফি খাতে রাজস্ব আয় করে ৩৩.৫০ কোটি টাকা। গবেষণাগারের নমুনা বিশ্লেষণ ফি বাবদ ৫.২৬ কোটি এবং অন্যান্য খাতে ০.৬৭ কোটি টাকা। সর্বমোট ৩৯.৪৩ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে।

২.১৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন

ইজিপি বাস্তবায়ন: সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করার লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখ হতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ক্রয় কার্যে ইজিপি পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে ইজিপি পদ্ধতি চালু করার পর হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৫১ লক্ষ ২৬ হাজার তিনশত ৯৭ টাকা মূল্যের তিনটি টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

ই-নথি ব্যবস্থাপনা: দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় নথি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখ হতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করা হয়। ই-নথি ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৫ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

২.১৫ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

সারণি ২.৭ : পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/দাতা সংস্থা)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (%)
	Bangladesh Brick Kiln Efficiency Project (এপ্রিল ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৬)	৬৯৯.৬৪ (ADB)	৭২.০০	৭২.০০	৬১০.০০ (৯৯.৮০%)
	জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন (INBF) **প্রকল্প (১ম সংশোধিত)** (জুলাই ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৭)	১১২৩.৩২ (GEF,UNEP)	১৪৫.০০	১৪৫.০০	৫৬৮.২৮ (৮২.১৮%)
	Implementation of HCFC Phase out Management Plan-UNEP Component (Stage-1) (জানুয়ারি ২০১৪ - জুন ২০১৭)	২৯৩.৪২ (MLF/ UNEP)	৬০.০০	৫৯.৯৯	১৮৩.৯৫ (৬৬.৮৬%)
	Bangladesh Third National Communication (TNC) to the UNFCCC (এপ্রিল ২০১৪ - মার্চ ২০১৭)	৩৫১.৬০ (GEF/ UNDP)	১৬৭.০০	১৬৭.০০	৩৫১.৬০ (১০০%)
	Institutional Strengthening for the Phase-out of Ozone Depleting Substances (Phase-7) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪ - মার্চ ২০১৭)	১৩১.৬২ (MLF/ UNDP)	৩৮.০০	৩৭.৯৮	৯৯.৯৫ (৯৮.০৭%)
	Strengthening Monitoring and Enforcement in the Meghna River for Dhaka's Sustainable Water Supply প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৭)	১১৬১.৩০ (ADB)	২০০.০০	১৯৯.৯৭	৪৯৩.৯৭ (৬৩.৮০%)
	Installation of 70,000 Improved Cook Stoves in Selected Areas of Bangladesh. (নভেম্বর ২০১৫ - মার্চ ২০১৭)	৫৮৮.৪০ (India)	২৮৫.০০	২৮৫.০০	৫৭৯.৮৯ (৯৯.৯৮%)

সারণি ২.৭ : পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/দাতা সংস্থা)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (%)
	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাস্তুসংস্থান ও জীবিকায়ন প্রকল্প (CREL-DoE) (জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৮)	৫২৩৪.০৮ (USAID)	৮১০.০০	৯৪২.৯৪	৪৮১০.২০ (৯৪.৭২%)
	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্পস্থায়ী বায়ুদূষক হ্রাসকরণ (জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০১৮)	১৮০.২০ (UNEP)	৫০.০০	৪৫.৪৬	৪৫.৪৬ (৪৫.৮৩%)
National Capacity Development for Implementation of Rio Convention Through Environmental Governance (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮)		৬৭০.৮০ (GEF,UNDP)	৮৫.০০	৮৪.২৩	৮৪.২৩ (১২.৫৬%)
	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অংশ) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৯)	২৮৪৭৯.০০ (IDA)	২১৫০.০০	২০৬৪.৪৬	১১৬৬৪.৫৭ (৪০.৯৬%)
	প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্রের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ (জুলাই ২০১৬- জুন ২০২০)	১৫৮৫.০০ (GOB)	৮০.০০	৯.৮৪	৯.৮৪ (০.৬২%)

২.১৬ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

সারণি ২.৮: ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা

ক্রম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়ন
	দেশের সকল জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ	২০১৮
	ঢাকা শহরের চতুর্দিকে প্রবাহমান চারটি নদীতে ইসিএ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২০১৮
	একুশটি জেলা ও দুইটি বিভাগে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ	২০১৮
	উন্নত Rice Parboiling System প্রবর্তন	২০১৮
	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি NAMA প্রকল্প হিসেবে দেশের সকল জেলায় বাস্তবায়ন	২০১৮
	বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ইট প্রস্তুত এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস	২০১৮
	ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহারকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও একই সাথে শক্তি সাশ্রয়ী বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণ	২০২০
	Stockholm Convention on POPs বাস্তবায়ন	২০১৮
	সুন্দরবন ইসিএ এলাকায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন	২০১৮
	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম চালু করা	২০১৮
	তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী সকল শিল্পকারখানার সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতি স্থাপন	২০১৮
	পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	২০১৮
	দেশে আরো দুইটি সার্বক্ষণিক আন্তঃদেশীয় বায়ূ মনিটরিং কেন্দ্র (সিলেট ও রংপুর) স্থাপন	২০১৮
	মার্কারির উপর Minamata কনভেনশন বাস্তবায়ন	২০১৮
	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	২০১৯
	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ বাস্তবায়ন	২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন অধিদপ্তর

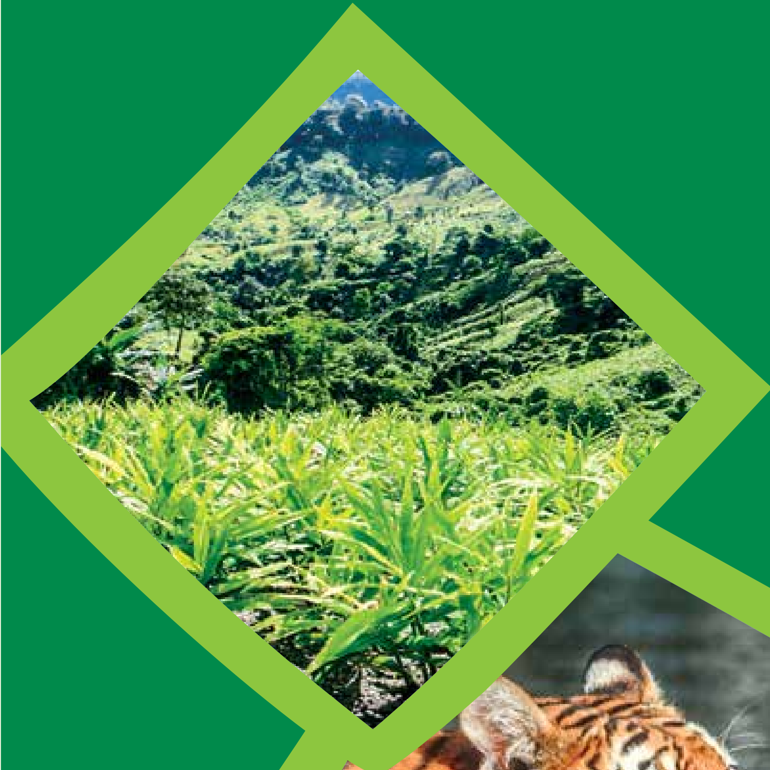

বন অধিদপ্তর

www.bforest.gov.bd

৩.১ পরিচিতি

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬২ সালে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে বাংলাদেশের বনাঞ্চল, বেঙ্গল ও আসাম বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ অধিদপ্তর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৮৯ সালে এ অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

৩.২ উদ্দেশ্য

- পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;
- বন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ;
- উপকূলীয় এবং জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;
- কার্বন সিকুয়েসট্রেশন এবং কার্বন ট্রেডিং;
- জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বনায়ন, নতুন বন সৃজন, বনজ সম্পদ আহরণ ও সরবরাহ;
- প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকোপার্ক, সাফারি পার্কসহ সকল সংরক্ষিত এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- বন, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলের বিধিবিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়ন;

৩.৩ প্রধান কার্যাবলি

- বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ;
- বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- কাঠ উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;
- ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ;
- দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;
- বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ;
- বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান;
- বনজ সম্পদের পারমিট প্রদান;
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইকোট্যুরিজম এবং পর্যটনের অনুমতি প্রদান;
- বেসরকারি উদ্যোগে বন্যপ্রাণীর খামার স্থাপন এবং Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) পারমিট প্রদান;
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বনজ সম্পদ সরবরাহ;
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান।

৩.৪ বন অধিদপ্তরের জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের মোট জনবল ১০,২২৪ জন। কর্মরত জনবল ৭,৭৩৩ জন। শূন্য পদ ২,৪৯১টি।

সারণি ৩.১: বন অধিদপ্তরের জনবল

জনবল	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
স্থায়ী জনবল	প্রথম শ্রেণি	২৯৫	১৬৫	১৩০
	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২৪	১৮২	২৪২
	তৃতীয় শ্রেণি	৫,৩৩৫	৩,৯৩৫	১,৪০০
	চতুর্থ শ্রেণি	৪,০৫৪	৩,৩৩৯	৭১৫
	মোট স্থায়ী জনবল	১০,১০৮	৭,৬২১	২,৪৮৭
আউটসোর্সিং জনবল	তৃতীয় শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণি	১১৬	১১২	৪
সর্বমোট জনবল		**১০,২২৪**	**৭,৭৩৩**	**২,৪৯১**

৩.৫ বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশে বর্তমানে বন ও বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ প্রায় ৩১ লক্ষ চার হাজার হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২১%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনের মধ্যে ১৪ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং ২ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত। সম্প্রতি এক জরিপে দেশের গ্রামাঞ্চল ও অব্যবহৃত পতিত জমির প্রায় ৭.৭ লক্ষ হেক্টর এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত পাওয়া গেছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ি বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন, শালবন এবং জলাভূমির বন। বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচুর গাছপালা রয়েছে যা গ্রামীণ বন নামে পরিচিত। বিভিন্ন রকমের বনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

চিত্র ৩.১: বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রাকৃতিক বন

সারণি ৩.২: বিভিন্ন প্রকার বনভূমি

ক্রম	বনভূমির ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)
১	পাহাড়ি বন (Hill Forest)	১,৩৭৭
২	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Natural Mangrove Forest)	৬১০
৩	সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (Planted Mangrove Forest)	২০০
৪	শালবন (Sal Forest)	১২০
৫	জলাভূমির বন (Swamp Forest)	২৩
৬	গ্রামীণ বন (Village Forest)	৭৭৪
	মোট বনাঞ্চল	**৩,১০৪**

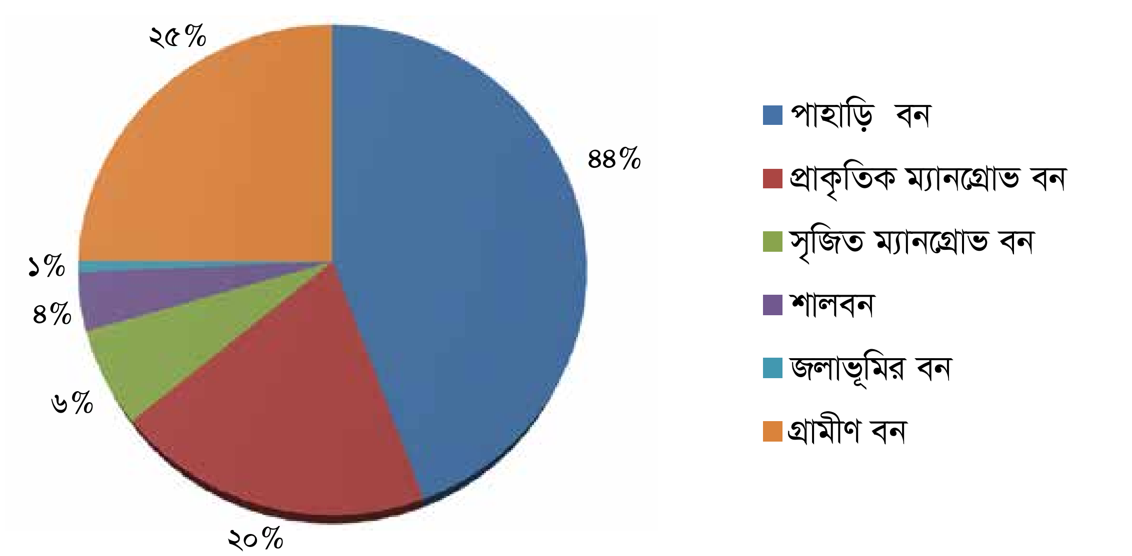

চিত্র ৩.২: বিভিন্ন প্রকার বন এবং বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ

৩.৫.১ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। এটি পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পরিচিত। ৬ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এ বনের আয়তন মোট বনভূমির প্রায় ২০%। সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, গরান এ বনের প্রধান বৃক্ষ। প্রতিদিন দুইবার জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হওয়ার কারণে এ বনের ইকোসিস্টেম অন্যান্য বনের চেয়ে ব্যতিক্রম।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদী হলো পশুর, শিবসা, বলেশ্বর ও রায়মঙ্গল। এছাড়া শত শত খাল এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। এ বন বনজ ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সুন্দরবন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এই সুন্দরবন।

চিত্র ৩.৩: প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

৩.৫.২ পাহাড়ি বন

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকায় এ বন অবস্থিত। গর্জন, চাপালিশ, ঢাকিজাম, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, সোনালু প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৪% পাহাড়ি বন। প্রতি বছর পাহাড়ি বনের খালি জায়গায় নতুন করে বনায়ন করা হয়।

চিত্র ৩.৪ঃ পাহাড়ি বন

৩.৫.৩ শালবন

গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় এ বন অবস্থিত। দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায়ও শালবন রয়েছে। আয়তন এক লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর, যা মোট বনভূমির প্রায় ৪%। মূল প্রজাতি শাল, যা গজারী বৃক্ষ নামে পরিচিত। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়।

চিত্র ৩.৫ঃ শালবন বন

৩.৫.৪ সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন

দেশের উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের চর, দ্বীপ ও নতুন জেগে উঠা ভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর ভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে, যা মোট বনভূমির প্রায় ৬%। এ ধরনের বনায়নের মূল প্রজাতি হলো গেওয়া ও বাইন। এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জানমাল রক্ষায় এ বনের গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র ৩.৬ঃ সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন

৩.৫.৫ গ্রামীণ বন

বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রাম অঞ্চলে প্রচুর গাছপালা রয়েছে যা গ্রামীণ বন নামে পরিচিত। বসতভিটা এবং জমির আইলে গ্রামে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। যা মোট বন এবং বৃক্ষাচ্ছাদনের প্রায় ২৫% ভাগ।

চিত্র ৩.৭ঃ গ্রামীণ বন

৩.৫.৬ জলাভূমির বন

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর এলাকার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত, যা মোট বনভূমির প্রায় ১%। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের বৃক্ষরাজি পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ এ বনের প্রধান বৃক্ষ। এ সকল বৃক্ষ মাছের আবাসস্থলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতারগুল ও টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকা এ জলাভূমির আওতাভুক্ত।

চিত্র ৩.৮ঃ জলাভূমির বন

৩.৬ সংরক্ষিত এলাকা

৩.৬.১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সংখ্যা ২০টি। সর্বমোট আয়তন ২,০৯,৭৮১.৭৮ হেক্টর।

সারণি ৩.৩: বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা

ক্রম	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১,৭৯৫.৫৪
২	কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	৪০.০০
৩	সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩১,২২৬.৯৪
৪	সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	৭১,৫০২.১০
৫	সুন্দরবন দক্ষিণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৩৬,৯৭০.৪৫
৬	পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪২,০৬৯.৩৭
৭	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭,৭৬৩.৯৭
৮	ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১,৩০২.৪২
৯	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৪,৭১৬.৫৭
১০	হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১,১৭৭.৫৩
১১	সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বান্দরবান	২,৩৩১.৯৮
১২	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১,১৬১.৫৭
১৩	টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বরগুনা	৪,০৪৮.৫৮
১৪	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০.০০
১৫	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৫৬০.০০
১৬	ডাইংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০.০০
১৭	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী	২,০২৬.৪৮
১৮	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Dolphin Sanctuary)	পাবনা	১৪৬.০০
১৯	শিলন্দা-নাগডারমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Dolphin Sanctuary)	পাবনা	২৪.১৭
২০	নগরবাড়ী-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পাবনা	৪০৮.১১
মোট			২,০৯,৭৮১.৭৮

চিত্র ৩.৯ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুরে বিচরণরত বন্যপ্রাণী

৩.৬.২ সাফারি পার্ক

বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারি পার্কের ভেতরে (ex-situ) এবং বাহিরে মূল আবাসস্থলে (in-situ) সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত বিপন্ন বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবাদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজম উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত দুইটি সাফারি পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। পার্ক দুটির মোট আয়তন ২,২৯০ হেক্টর। এ দুটি সাফারি পার্কে দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস ও বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্ক দুটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সারণি ৩.৪ঃ সাফারি পার্কের তালিকা

ক্রম	সাফারি পার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	ডুলাহাজরা, কক্সবাজার	৯০০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	গাজীপুর	১৩৯০
মোট			২২৯০

৩.৬.৩ জাতীয় উদ্যান

জনসাধারণের শিক্ষা, গবেষণা, বিনোদন এবং উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য সংরক্ষণ করা জাতীয় উদ্যান ঘোষণার উদ্দেশ্য। মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যম-িত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকাকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা ১৭টি। সর্বমোট আয়তন ৪৫,৭৪৬.৫৩ হেক্টর।

চিত্র ৩.১০ঃ ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর

সারণি ৩.৫: জাতীয় উদ্যানের তালিকা

ক্রম	জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫,০২২.২৯
২	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ	৮,৪৩৬.১৩
৩	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৭.৭৫
৪	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১,৭২৯.০০
৫	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১,২৫০.০০
৬	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	৫,৪৬৪.৭৮
৭	নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬,৩৫২.২৩
৮	মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২
৯	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪২.৯১
১০	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮০
১১	বাড়েয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২,৯৩৩.৬১
১২	কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩
১৩	সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯
১৪	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১
১৫	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১,৬১৩.০০
১৬	আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২
১৭	বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬
মোট			৪৫,৭৪৬.৫৩

৩.৬.৪ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ডের ১,৭৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী, গোলাপি, বোতলনাক, চিত্রা ও ঘুনি), পাখনাহীন শুশুক, তিমি, ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি, চদ্মঘাতক তিমি, হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুত্তি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর ও করাতি হাঙ্গরের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ।

চিত্র ৩.১১ঃ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

৩.৬.৫ ইকোপার্ক

পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকাতে সাধারণত ইকোপার্ক স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের মোট ইকোপার্কের সংখ্যা ১০টি। সর্বমোট আয়তন ৮,৬৬৮.৯৭ হেক্টর।

সারণি ৩.৬: ইকোপার্কের তালিকা

ক্রম	ইকোপার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	সীতাকু- ইকোপার্ক	সীতাকু-, চট্টগ্রাম	৮০৮.০০
২	মধুটিলা ইকোপার্ক	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	১০০.০০
৩	মাধবকু- ইকোপার্ক	বড়লেখা, মৌলভীবাজার	২৬৬.০০
৪	বাঁশখালী ইকোপার্ক	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	১,২০০.০০
৫	কুয়াকাটা ইকোপার্ক	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৫,৬৬১.০০
৬	টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট	৪৫.৩৪
৭	বড়শীজোড়া ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার	৩২৬.০৭
৮	যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় বাঁধ, পাবনা	৫০.০২
৯	পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক	পিরোজপুর	২.৫৪
১০	শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	২১০.০০
মোট			৮,৬৬৮.৯৭

চিত্র ৩.১২ঃ বাঁশখালী ইকোপার্ক ও মহামায়া লেক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

৩.৬.৬ শকুনের নিরাপদ এলাকা

মহাবিপন্ন বাংলা শকুনের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর আওতায়পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুটি এলাকাকে শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুটি এলাকার মোট আয়তন ৪৭,৩৮০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার।

সারণি ৩.৭: শকুনের নিরাপদ এলাকার তালিকা

ক্রম	নাম	অবস্থান	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
১	শকুনের নিরাপদ এলাকা-১	সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়ি	১৯,৬৬৩.১৮
২	শকুনের নিরাপদ এলাকা-২	ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মাদারিপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ (টুঙ্গীপাড়া ব্যতীত), নড়াইল, শরিয়তপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, (ভা-রিয়া ব্যতীত), ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা	২৭,৭১৭.২৬
	মোট		৪৭,৩৮০.৪৪

৩.৭ পরিবেশ পর্যটন

অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্রবেষ্টিত বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, মহেশখালী সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, কুয়াকাটা ও সোনারচর। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া এবং আরো বিচিত্র প্রজাতির সামুদ্রিক জীবজন্তু। কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ বিদ্যমান। এছাড়া সোনারচরের ঝাউবনসমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক পর্যটন এলাকাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

৩.৭.১ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট।

চিত্র ৩.১৩ঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও সুন্দরবন

৩.৭.২ সিলেট এলাকা

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকু- ইকোপার্ক, বড়শীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, হাকালুকী ও টাঙ্গুয়ার হাওড়।

চিত্র ৩.১৪ঃ সিলেটের জাফলং ও মাধবকুন্ড জলপ্রপাত

৩.৭.৩ কেন্দ্রীয় এলাকা

ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক, গাজীপুর; বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর; ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা; বলধা গার্ডেন, ঢাকা; মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক, টাঙ্গাইল; মধুটিলা ইকোপার্ক, শেরপুর ও রাজেশপুর ইকোপার্ক, কুমিল্লা।

৩.৭.৪ চট্টগ্রাম এলাকা

সীতাকু- বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, কক্সবাজার, বাড়েয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ ।

৩.৭.৫ পার্বত্য এলাকা

কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রামপাহাড়, সীতাপাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কূপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র ও শৈলপ্রপাত ।

৩.৭.৬ দক্ষিণাঞ্চল

কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ।

চিত্র ৩.১৫ঃ নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, নোয়াখালী

৩.৭.৭ উত্তরাঞ্চল

রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান ।

চিত্র ৩.১৬ঃ রামসাগর জাতীয় উদ্যান, দিনাজপুর ।

৩.৮ রাজস্ব আদায়

বন অধিদপ্তর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮টি খাতে মোট ১০০ কোটি ৬১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৩ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

সারণি ৩.৮: বন অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ সালের রাজস্ব আদায় বিবরণী

ক্রম	খাত	রাজস্ব আদায় (হাজার টাকায়)
১	ভূ-সম্পত্তি ইজারা	১,৩৫৯
২	জলমহাল ও পুকুর ইজারা	৪৩১
৩	লাইসেন্স ফি	১,০৪৭
৪	জরিমানা ও দ-	৮,৮৮৪
৫	বাজেয়াপ্তকৃত দ্রব্যাদি	৮২,৬০৬
৬	সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	২৪১
৭	মৎস্য শিকার ফি	৩২,১০৬
৮	অন্যান্য সেবা ও ফি	৫৬,৬২৬
৯	ভাড়া (অনাবাসিক)	১,৭৫৮
১০	ভাড়া (আবাসিক)	২,১৭৬
১১	অন্যান্য ভাড়া	৪,৩৮২
১২	কাঠ ও বনজ দ্রব্যাদি	৬,৬৩,৫২২
১৩	উদ্ভিদ, চারা ও বীজ	১০,৭৫৮
১৪	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র	১৫,৯৫২
১৫	বিবিধ অবাণিজ্যিক বিক্রয়	৪৫,১৩৫
১৬	অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	২,২৯৩
১৭	বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৭৬,৮৪৯
মোট		১০,০৬,১২৫

৩.৯ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৩.৯.১ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

বন অধিদপ্তর পরিচালিত পাঁচটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলো: ফরেস্ট একাডেমি, চট্টগ্রাম; ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম; ফরেস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, কাপ্তাই; ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, রাজশাহী। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৯: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রম	প্রতিষ্ঠান	কোর্সের মেয়াদ ও কোর্স	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	ফরেস্ট একাডেমি, চট্টগ্রাম	১০ দিন ব্যাপী ফরেস্ট্রি রিফ্রেশার্স কোর্স	৯১ জন
২	ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	৪ বছর মেয়াদি ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা কোর্স	৯৬ জন
৩	ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট	২ বছর মেয়াদি ইন সার্ভিস ট্রেনিং কোর্স	৬০ জন
৪	ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, রাজশাহী	২ বছর মেয়াদি ইন সার্ভিস ট্রেনিং কোর্স	৬০ জন
৫	বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স	৪৮৭ জন
মোট			৭৯৪ জন

৩.৯.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের ৭১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ।

৩.১০ বন ও বনজ দ্রব্য (Forest and Forest Products)

সারণি ৩.১০: ২০১৬-১৭ সালের প্রধান প্রধান বনজদ্রব্য আহরণের বিবরণী

ক্রম	বনজদ্রব্যের বিবরণ	সর্বমোট
১	কাঠ	১৯,৬৭,৬১৯ ঘনফুট
২	জ্বালানি	১০,৮৯,৯৪১ ঘনফুট
৩	বল্লী	৩,৩২,৯০৩টি
৪	বাঁশ	২,৪৮,৩৫,৪৫৯টি
৫	মাছ	৪১,৫৭৭ মন
৬	মধু	৮২,২২৪ মন
৭	গোলপাতা	১,৮২,৪০১ মন
৮	বেত	১১,১৮,৭৪০ ফুট
৯	গেওয়া	৭,৭৪৮ ঘনফুট
১০	কয়লা	২৪ কেজি

৩.১১ সামাজিক বনায়ন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের পরিমাণ ৫,১০৬ হেক্টর ও ১৩২.৪ কিলোমিটার ।
সুবিধাভোগীর সংখ্যাপুরুষ ১৪,৫২৭ জন, মহিলা ৪,৩০৮ জনসহ সর্বমোট ১৮,৮৩৫ জন ।
বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ ২৪,৫৪,২৮,৮২৯ টাকা ।

চিত্র ৩.১৭ঃ ফরিদপুর জেলায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম

৩.১২ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

সারণি ৩.১১: বন অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের বিবরণ

বিনিয়োগ প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্প ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) (বরাদ্দের %)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প (২০১০-১৭)	৩২৫৫৮.৭৭ (□□□□□)	২২০১.০০	৩১২৩৯.৫৫ (৯৫.৯৫%)	৯৭.৪৮%
২	শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প (২০১০-১৬)	৪০০৪.৩১ (□□□□□)	১১৩.০০	৩৯৮০.৪০ (৯৯.৪০%)	১০০%
৩	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০১১-১৬)	২৮৩৯৫.৬৪ (IDA)	৩৮২৫.০০	২২৭২৮.৩০ (৮০.০৪%)	৮০.৭৮%
৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, কক্সবাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (২০১২-১৭)	৩৫৯১.৯৯ (□□□□□)	৫৬৩.০০	৩৫৭৮.৪৪ (৯২.৬২%)	৯৯.৫৯%
৫	বাংলাদেশ ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড রিফরেস্টেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০১২-২০১৬)	২৮৩৫০.০০ (BCCRF)	৮০০০.০০	২৫৭১৯.৩২ (৯৮.৭২%)	১০০%
৬	লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন প্রকল্প (২০১৫-১৮)	১৪৭৮.৯০ (□□□□□)	১১৯৮.০০	১১৯৬.২৪ (৮০.৮৯%)	৮২.৮৭%
৭	বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৫-১৮)	২১৪৯.৪৯ (□□□□□)	১২০৫.০০	১২৫১.৫৪৮ (৫৮.২৩%)	৮২.৮৭%
৮	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রেস্টোরেশন প্রকল্প (২০১৫-১৯)	২১৭৪.৫৩ (□□□□□)	১৩৪২.০০	১১০৭.০৪ (৫০.৯১%)	৪৯.২৬%
৯	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (২০১৫-১৮)	১৬৩৪.৬০ (□□□□□)	৬২৯.০০	৭২৬.৬৫ (৪৪.৪৫%)	৪৪.৬৬%
১০	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং বলধা বাগান, ঢাকা এর সংরক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৬-১৯)	৯৮০.৮৯ (□□□□□)	৩০.০০	২৯.৯৩ (৩.০৫%)	২.৫৫%
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুরের অ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১১-১৯)	৭০৩২.২২ (□□□□□)	১২.০০	-	-

কারিগরি প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্প ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) (বরাদ্দের %)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
১	বাঘ সংরক্ষণ/বেঙ্গল টাইগার কনজারভেশন এক্টিভিটি (BAGH)	১১২৩৬.১০ (USAID)	২০০০.০০	৪৩৪৪.০০ (৩৮.৬৬%)	৫.৬২%
২	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাস্তুসংস্থান ও জীবিকায়ন প্রকল্প (২০১৪-১৮)	১১০১৫.৪১ (জিওবি ও ইউএসএআইডি)	১৭৮৮.০০	৪২৪৮.৮০ (৩৮.৫৭%)	৮৫.৩৬%
৩	Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh (২০১৪-১৮)	৫০১৪.৭৩ (USAID)	১৩৭০.০০	১৩৭০.০০ (২৭.৫৯%)	৪০.৭১%
৪	UN REDD Bangladesh National Programme (২০১৫-১৮)	১৭৯৪.৩৯ (UNDP, FAO)	৬৩০.০০	৭২৬.৫৯ (৪০.৪৯%)	৫২.৯০%
৫	ইনটিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড অ্যাডাপটেশন ইন টু অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড রিফরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (২০১৬-২০)	৪৫২০.০০ (GEF)	৫০০.০০	৫০০.০০ (১১.০৬%)	১৬.২১%
৬	Bangladesh Forest Investment Program, Forest Investment Plan Preparation Project (২০১৫-১৮)	২৭৫.৮০ (□□□□□)	১০০.০০	৪৬.২৫ (১৬.৭৭%)	-
৭	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (২০১১-১৮)	৩৪৯১.৩৫ (GOB, IFAD, Netherlands)	৬৯৭.০০	২৫১২.৪৭৬ (৮৩.১৪%)	৭৬.৮০%

সারণি ৩.১২: বন অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণী

ক্রম	প্রকল্প ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) (বরাদ্দের %)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
১	শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (২০১০-১৬)	৪০০৪.৩১ (□□□□□)	১১৩.০০	৩৯৮০.৪০ (৯৯.৪০%)	১০০%
২	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০১১-১৬)	২৮৩৯৫.৬৪ (IDA)	৩৮২৫.০০	২২৭২৮.৩০ (৮০.০৪%)	৮০.৭৮%
৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (২০১২-১৭)	৩৫৯১.৯৯ (□□□□□)	৫৬৩.০০	৩৫৭৮.৪৪ (৯২.৬২%)	৯৯.৫৯%
৪	বাংলাদেশ ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড রিফরেস্টেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০১২-১৬)	২৮৩৫০.০০ (BCCRF)	৮০০০.০০	২৫৭১৯.৩২ (৯৮.৭২%)	১০০%

৩.১৩ উল্লেখযোগ্য অর্জন

- সুন্দরবনসহ মোট ১৫টি রক্ষিত এলাকার কার্বন জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে রক্ষিত এলাকাসমূহে কি পরিমাণ কার্বন মজুদ আছে তা নিরূপণ করা হয়েছে।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮ হাজার ৮৩৫ জন উপকারভোগীকে ২৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮২৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার জন্য ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি **অ্যাফরেস্টেশন** অ্যান্ড রিফরে**স্টেশন প্র**কল্পের আওতায় ৬,০০০ পরিবারকে ১৪০০ **লক্ষ টাকা বিতর**ণের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী (সংর**ক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ সুষ্ঠ বাস্ত**বায়নের লক্ষ্যে ২১টি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র ২০১৬-৩১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্যামেরা ট্রাপিং পদ্ধতিতে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- কুমির এবং হাতির সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।
- বাঘ, কুমির, হাতিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মাস্টার প্ল্যান ২০১৫-৩৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সংরক্ষিত এলাকার ১২টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী পাচাররোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক দেশসমূহ নিয়ে গঠিত South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN) Statute বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে এবং এ সংক্রান্ত তৃতীয় সভা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিত্র ৩.১৭ঃ সাজেক ভ্যালী, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

৩.১৪ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

সারণি ৩.১৩: বন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	বিষয়	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
১	বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাটির ক্ষয়রোধ, পানি সংরক্ষণ, পানি বিশুদ্ধকরণ এবং জলবায়ুর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ	অবক্ষয়িত বন, জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধারসহ সকল প্রকার বনভূমিতে বৃক্ষাচ্ছদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতিত অন্যান্য বনভূমিতে ১৪,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২০,০০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬ -২০
২	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করার নিমিত্ত ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে উপকূলীয় এলাকায় ৩০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,০০০ কিলোমিটার গোলপাতা সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৩	পার্বত্য এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ	৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৫০,০০০ হেক্টর বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৪	সংরক্ষিত বন ঘোষণা	আইচি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থলভাগের ৫ শতাংশ এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার ৭ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৫	বনভূমির ডিজিটাল ডাটাবেজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমানা নির্ধারণ	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বনভূমির ডাটাবেজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমানা নির্ধারণ করার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	২০১৬-২০
৬	Homestead Forestry-এর পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় চারা রোপণ	১৬,৫০,০০০টি চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
৭	ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে বনায়নের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চারা বিক্রয় ও বিতরণ	৮২,০০,০০০টি চারা বিক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
৮	ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ	১৫,৭৫,০০০টি ভেষজ উদ্ভিদের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
৯	সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৩,৫০০ জনকে সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০১৬-১৮
১০	রক্ষিত এলাকায় জনগণের মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়ন	জনগণের মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনা মডেল ২৫টি রক্ষিত এলাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে	২০১৬-১৮

BCCT

Bangladesh Climate Change Trust

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

www.bcct.gov.bd

৪.১ ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি ২০০৯) প্রণয়ন করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি ২০০৯-এ উল্লেখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ)।

৪.২ পরিচিতি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ এ ফান্ডের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্তে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে গঠন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটের জনবলসহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ করা হয়েছে। উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চিত্র ৪.১: 3rd ABU Media Summit on Climate Change & Disaster Risk Reduction-2017 শীর্ষক আন্তর্জাতিক মিডিয়া সামিট এর স্টল।

৪.৩ কার্যাবলি

- ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এর আওতায় গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা;

চিত্র ৪.২: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় বেড়ীবাধ কাম রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প।

৪.৪ জনবল

সারণি ৪.১: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের জনবল

ক্রম	শ্রেণি	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১	প্রথম শ্রেণি	২৫	২০	০৫
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	০৩	০১	০২
৩	তৃতীয় শ্রেণি	২৯	২৪	০৫
৪	চতুর্থ শ্রেণি	২৫	২৩	০২
মোট		৮২	৬৮	১৪

৪.৫ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সারণি ৪.২: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	২০১৬-১৭
১	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়	৪টি
২	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমাণ	২১২.০৫৮৯ কোটি টাকা
৩	বিসিসিটির অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৪টি
৪	গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়	২৭৫.৬৯৪৪ কোটি টাকা
৫	অর্থ ছাড়কৃত প্রকল্প সংখ্যা	২৫৮টি
৬	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে	১৫৬টি
৭	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	৪১টি

চিত্র ৪.৩: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কুষ্টিয়া জেলায় বাস্তবায়নাধীন পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।

৪.৬ সেমিনার, কর্মশালা, সভা ও উদ্ভাবন ধারণা

৪.৬.১ 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং কার্যক্রম

'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি উদ্যোগকে ব্রান্ডিং এর জন্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি উদ্যোগের মধ্যে 'পরিবেশ সুরক্ষা' একটি। সে প্রেক্ষিতে 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান হাইলাইট করে অংশীজন সমন্বয়ে ব্রান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ব্রান্ডিং পরিকল্পনার আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান হাইলাইট করে একটি ভিডিও ডকুমেন্টরি, একটি থিম সং, বুকলেট ও লিফলেট তৈরি করা হয়েছে এবং স্লোগান নির্বাচন করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান এবং ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম সম্বলিত ১৪ হাজার ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন" বিষয়ে প্রণীত ব্রান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৬.২ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (Cop-22) অংশগ্রহণ

মরক্কোর মারাকেশ শহরে বিগত ৭-১৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (Cop-22) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অংশগ্রহণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট সম্মেলনে বাংলাদেশের স্টল ডিজাইনসহ প্রতিনিধি দলের লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে। বিসিসিটির পক্ষ থেকে সাইড ইভেন্টে আগত দর্শনার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা স্মারক এবং প্রস্তুতকৃত প্রকাশনাসমূহ বিতরণ করা হয়।

৪.৬.৩ আইপিইউ এর ১৩৬তম এসেম্বলি উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU) এর যৌথ উদ্যোগে ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে ০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইপিইউ এর ১৩৬তম এসেম্বলি উপলক্ষে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত মেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অংশগ্রহণ করে। উক্ত স্টলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

৪.৬.৪ 'জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজন প্রকল্প: অর্জন ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও কৃষি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তরসমূহের প্রকল্পগুলো নিয়ে গত ১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সিরডাপ মিলনায়তনে 'জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজন প্রকল্প: অর্জন ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী ,পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ, জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৪.৪: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রান রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "লবন সহনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবনে উড়ি ধানের সম্ভাবনা উম্মোচন: জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার" প্রকল্পের কার্যক্রম।

৪.৬.৫ আন্তর্জাতিক মিডিয়া সামিটে অংশগ্রহণ ও স্টল স্থাপন

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিগত ১০-১২ মে ২০১৭ তারিখ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত 3rd ABU Media Summit on Climate Change & Disaster Risk Reduction-2017 শীর্ষক আন্তর্জাতিক মিডিয়া সামিটে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট স্টল স্থাপন করে। উক্ত স্টলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

৪.৬.৬ পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাণিজ্য মেলার মাঠে পাঁচ দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় এবারও মেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক একটি স্টল প্রদান করা হয়। স্টলে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের চিত্রের ড্যামী, অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের প্রজেক্ট প্রোফাইল,ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর ব্রোশিউর, বুকলেট প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়।

৪.৭ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

৪.৭.১ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুমোদিত ৭৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৮টি প্রকল্প দুইটি বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সাতটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

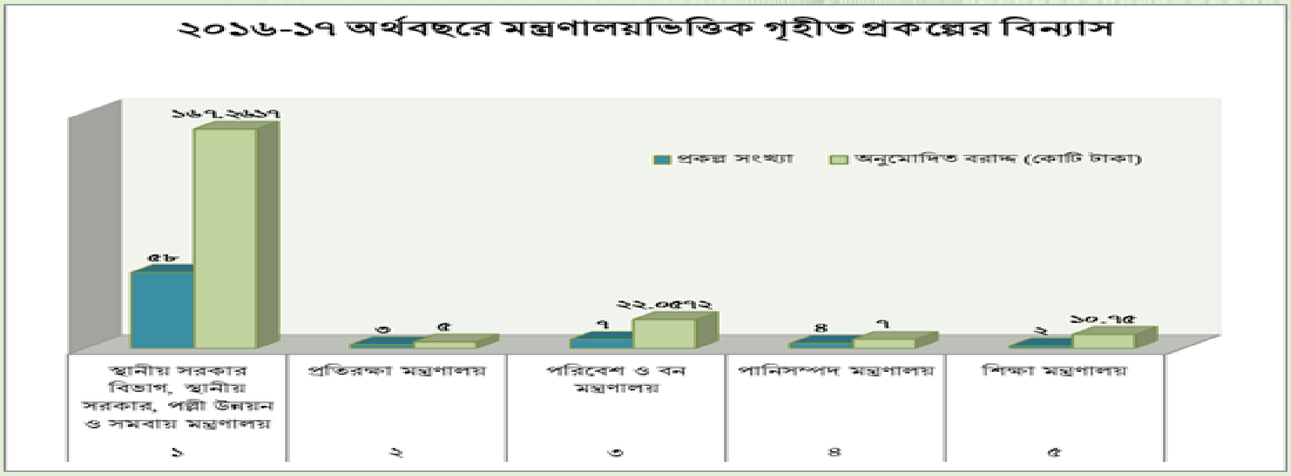

চিত্র ৪.৫: মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প

৪.৭.২ বিভাগভিত্তিক প্রকল্প

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মোট ৭৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। তন্মধ্যে বরিশাল বিভাগে ১৯টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২টি, ঢাকা বিভাগে ৭টি, রাজশাহী বিভাগে ১০টি, খুলনা বিভাগে ৯টি, রংপুর বিভাগে ৫টি, সিলেট বিভাগে ৮টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

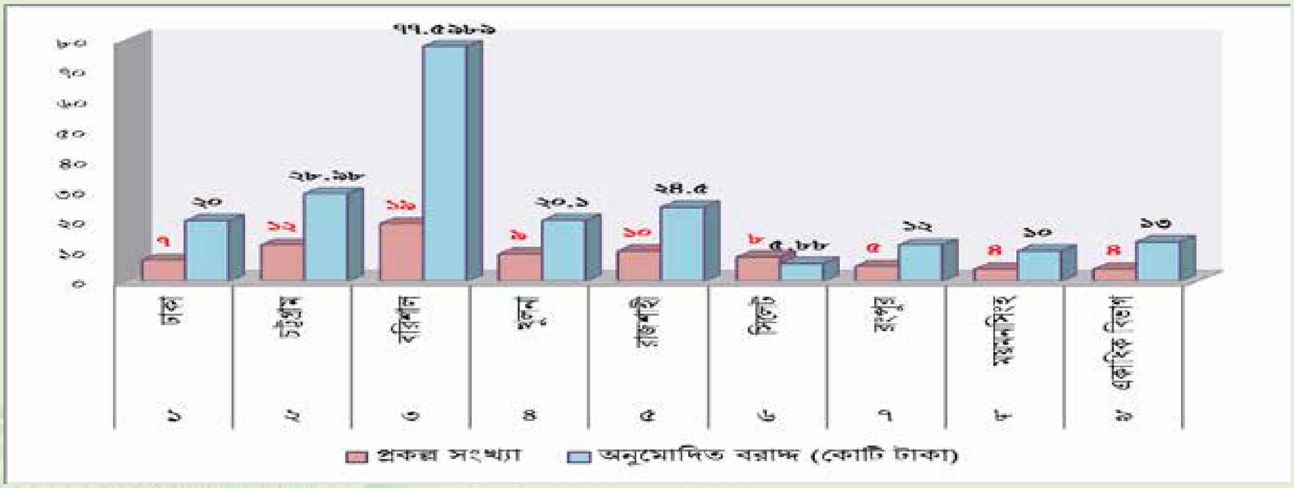

চিত্র ৪.৬: বিভাগভিত্তিক প্রকল্প

৪.৭.৩ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক প্রকল্প

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবকাঠামো থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ৫৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ৫টি, প্রশমন ও কম কার্বন উৎপাদন প্রযুক্তি থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক ১০টি, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ২টি এবং সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

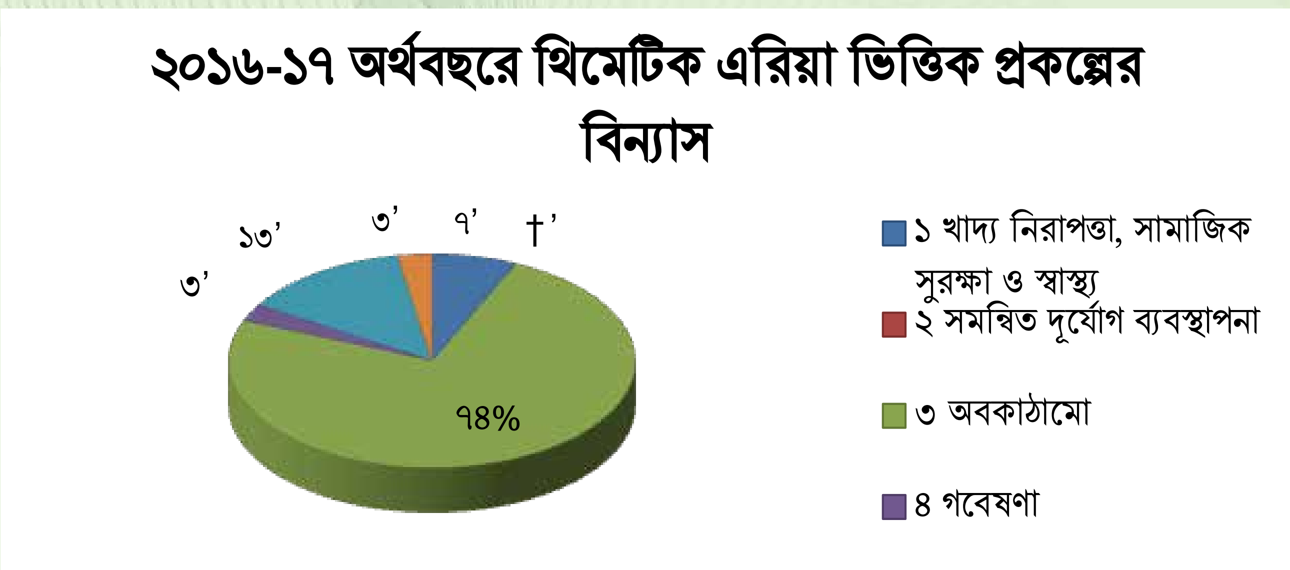

চিত্র ৪.৭: থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক প্রকল্প

৪.৮ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মপরিকল্পনা

সারণি ৪.৩: ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়ন কাল
১	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম, গবেষণা ও নেগোসিয়েশনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা	২০১৭-১৯
২	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পৃথক অধিদপ্তর সৃজন	২০১৭-১৯
৩	Green Climate Fund (GCF) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা র্অজন করা।	২০১৭-১৮
৪	‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান হাইলাইট করে প্রণীত ব্রান্ডিং পরকিল্পনা বাস্তবায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পরে আওতায় কার্যক্রমসমূহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম-লে উপস্থাপন।	২০১৭-১৮
৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী বার্ষিক বরাদ্দের ৬৬% অর্থ এবং সঞ্চিত ৩৪% অর্থ হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ।	প্রতি অর্থবছর
৬	বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৩) বাংলাদেশ ডেলিগেশনের পক্ষে সাইড ইভেন্ট আয়োজন করা, লজিস্টিক সহায়তা প্রদান ও অংশগ্রহণ।	নভেম্বর, ২০১৭
৭	বাংলাদেশ জলবায়ু পরর্বিতন ট্রাস্টের ওয়েবসাইট আধুনিকায়ন।	ডিসেম্বর, ২০১৭
৮	জলবায়ু পরর্বিতন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তৃতীয় পক্ষ দ্বারা মূল্যায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ।	২০১৭-১৮

BCCT
Bangladesh Climate Change Trust

UNITED FOR
CLIMATE ACTION

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfidc.gov.bd

৫.১ পরিচিতি

বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (এফআইডিসি) ১৯৫৯ সালের ৩ অক্টোবর তারিখে জারীকৃত ৬৭ নম্বর অধ্যাদেশবলে গঠন করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে কাপ্তাইস্থ কাঠ (লগ) আহরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) নামে নামকরণ করা হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন বিভাগ ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাছে দেশের রাবার চাষ ও এর উন্নয়নের কার্যক্রম হস্তান্তর করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বনজ সম্পদ যান্ত্রিক উপায়ে আহরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, রাবার বাগান সৃজন, কাঁচা রাবার উৎপাদন ও বিপণন এর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

চিত্র ৫.১ ঃ বনশিল্প ভবন

৫.২ কার্যাবলি

৫.২.১ কৃষি সেক্টর

বিএফআইডিসি ১৯৬২ সাল থেকে এ যাবৎ ৩২,৬৩৫ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনের মাধ¨‡g পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম¨ রক্ষা, পরিবেশ দুষণ রোধ, জলবায়ু পরিবত©‡bi ঝুকি মোকাবেলা, ভূমিক্ষয় I fv½b‡ivamn কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও অর্জন এবং পশ্চাদপদ গ্রামীন জনপদে অর্থনৈতিক কর্ম-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে বিএফআইডিসি'র সৃজিত ১৮(আঠার) টি রাবার বাগানে রাবার উৎপাদন হচ্ছে, যা নিম্নরূপ ঃ

চিত্র ৫.২ঃ বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান

চিত্র ৫.৩ঃ বিএফআইডিসি'র কারখানায় প্রস্তুতকৃত আসবাবপত্র

সারণি ৫.১ঃ রাবার বাগানের বিবরণ				
ক্রমিক নং	রাবার বাগানের নাম	বাগান এলাকা (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
চট্টগ্রাম জোন				
১	দাঁতমারা রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	৩,৯৬৫	১৯৭০-৮৮	১৯৭৮
২	তারাখোঁ রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	২,৪৩৬	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৩	কাঞ্চননগর রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	১,১৩০	১৯৮৩-৮৬	১৯৯১
৪	রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১,২৪১	১৯৮৬-৮৮	১৯৯৪
৫	হলুদিয়া রাবার বাগান, রাউজান, চট্টগ্রাম	২,২৪৬	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৬	ডাবুয়া রাবার বাগান, রাউজান, চট্টগ্রাম	২,১২০	১৯৬৯-৮৮	১৯৭৬
৭	রাউজান রাবার বাগান, রাউজান, চট্টগ্রাম	১,৩৪৮	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
৮	রামু রাবার বাগান, রামু, কক্সবাজার	২,১৩১	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
৯	রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	১০৫৭	২০১২-১৩	২০১৯
সিলেট জোন				
১০	ভাটেরা রাবার বাগান, কুলাউড়া,মৌলভীবাজার	২,৪৬৭	১৯৬৬-৮৮	১৯৭৪
১১	রুপাইছড়া রাবার বাগান,বাহুবল,হবিগঞ্জ।	১,৮৩২	১৯৭৭-৮৮	১৯৮৫
১২	সাতগাঁও রাবার বাগান, শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার	১,৭৪৪	১৯৭১-৮৮	১৯৭৯
১৩	শাহজীবাজার রাবার বাগান, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।	২,০৪০	১৯৮০-৮৮	১৯৮০
টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন				
১৪	পীরগাছা রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল।	২,৯০৬	১৯৮৭-৯৭	১৯৯৬
১৫	চাঁদপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল।	২,৩৭৯	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
১৬	সন্তোষপুর রাবার বাগান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।	১,০৩৬	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
১৭	কমলাপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	৯৯৪	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
১৮	কর্ণঝোড়া রাবার বাগান, শ্রীবর্দি, শেরপুর	৬২০	১৯৯৪-৯৭	২০০২
	সর্বমোট	**৩৩, ৬৯২**	--	

৫.২.২ শিল্প সেক্টর

বনবিভাগ ও বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান হতে বনজ সম্পদ ও রাবার কাঠ আহরণ, আহরিত কাঠ কর্পোরেশনের ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এ সিজনিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মানসম্মত কাঠজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপনন কর্পোরেশন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সারণি ৫.২ ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম ও অবস্থান	জমির পরিমাণ (একর)	স্থাপনকাল	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ
১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), মিরপুর, ঢাকা	২.৬৬	১৯৬২-৬৫	দরজা-জানালা,পাল্লা, চৌকাঠ, আসবাবপত্র, সাইজ কাঠ ইত্যাদি তৈরী।
২	ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস,তেজগাঁও, ঢাকা	০.৩৩	১৯৭৩ সনে পরিত্যক্ত হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়।	আসবাবপত্র তৈরী।
৩	সাং, মাতামহুরী কাঠ আহরণ ইউনিট (এসএমপি), কালুরঘাট, চট্রগ্রাম	২২.৯৫	১৯৬০-৬১	রাবার ও অন্যান্য গোলকাঠ, বল্লী, এ্যাংকরলগ ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও আন্তঃ ইউনিটে সরবরাহ।
৪	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট (ডব্লিউটিপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১৪.০০	১৯৫৭-৫৮ সালে সিএন্ডবি কর্তৃক স্থাপিত ও ১৯৫৯-৬০ সালে বিএফআইডিসি'র নিকট হস্তান্তরিত	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম তৈরী,বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট করা।
৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রামু	২.২৫	১৯৬০-৬৩	দরজা-জানালা,পাল্লা, চৌকাঠ, আসবাবপত্র, সাইজকাঠ ইত্যাদি তৈরী।
৬	ফিডকো ফার্নিচার কমপ্লে·, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৪.৮০	১৯৬২-৬৫	আসবাবপত্র, ফ্লাসডোর তৈরী।
৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স (এলপিসি), কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্যজেলা	২৪.১৪ (লীজ প্রাপ্ত)	১৯৬৬-৬৭	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবল ড্রাম ও অন্যান্য কাঠজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট।

উপরিউক্ত শিল্প ইউনিট গুলি বনবিভাগের বনাঞ্চল হতে কাঠ সংগ্রহ এবং কর্পোরেশনের রাবার বাগান হতে জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণপূর্বক আধুনিক প্রযুক্তিতে রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং এর মাধ্যমে কাঠের স্থায়িত্ব ও গুণগতমান বৃদ্ধি করছে। এ সব কাঠ দিয়ে শিল্প ইউনিটগুলো বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের কার্যাদেশের অনুকূলে আসবাবপত্র প্রস্তুত করে সরবরাহ করে আসছে।

চিত্র ৫.৪ঃ রাবার কাঠ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৫.৩ জনবল

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট ১২৫৬ টি, কর্মরত ৫৮০ জন, শূন্য পদ ৬৮৬ টি ।

সারণি ৫.৩ ঃ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনবল

ক্রম	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১	প্রথম শ্রেণি	২২৬	৭৭	১৪৯
২	দ্বিতীয় শ্রেণী	১০	০৪	০৬
৩	তৃতীয় শ্রেণী	৪৭৩	১৭২	৩১১
৪	চতুর্থ শ্রেণী	৫৪৭	৩২৭	২২০
	মোট	১২৫৬	৫৮০	৬৮৬

৫.৪ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমাকৃত টাকার পরিমান ২২.৫৮ কোটি টাকা
- প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত চট্রগ্রামের ভূজপুরস্থ রাবার ট্রেনিং সেন্টার সংস্কার ও উন্নতকরণ
- ভারতীয় প্রাকৃতিক রাবার আমদানিকারকদের সাথে নিয়মিত আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্পোরেশনের উৎপাদিত ৩৬৩৬ মেট্রিক টন রাবার ভারতে রপ্তানি ৪৩.২৮ কোটি টাকা

৫.৫ বিশেষ অর্জন

- প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনকারী দেশের সমন্বয়ে গঠিত আর্ন্তজাতিক সংস্থা The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর ১২তম সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩৬ টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২টি বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি হয়েছে;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮টি রিট মামলা নিস্পত্তি হয়েছে ।

৫.৬ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ২০২১ সালের মধ্যে ১৭৪৯ একর পুন: রাবার বাগান সৃজন;
- উচ্চফলনশীল ক্লোন উদ্ভাবন বা আমদানি;
- নতুন প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বা রাবার শিল্প কারখানা স্থাপন;
- শিল্পকারখানার আধুনিকীকরণ;
- নতুন আধুনিক আসবাবপত্র তৈরী কারখানা স্থাপন;
- তেজগাঁও এলাকায় নিজস্ব জমিতে ১৫ তলা বিশিষ্ট বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।

চিত্র ৫.৫ ঃ রাবার প্রক্রিয়াকরণ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bfri.gov.bd

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন, রোগব্যাধি ও কীটপতঙ্গ দমন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

৬.২ পরিচিতি

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৫৫ সালে বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ‘ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরি’ নামে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআইকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর চট্টগ্রাম মহানগরীর ষোলশহরে ২৮ হেক্টর জমির উপর অবস্থিত।

চিত্র ৬.১: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি Dr. Sue Lautze কর্তৃক বিএফআরআই পরিদর্শন।

৬.৩ কার্যাবলি

- বন ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইংয়ের অধীনে ১৭টি গবেষণা বিভাগ ও একটি শাখার আওতায় ল্যাবরেটরি ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কর্মকা- পরিচালনা করা;
- কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুণাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা;
- মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ উৎপাদন এলাকা চিহ্নিতকরণ, গুণগত মানসম্পন্ন বীজ হতে চারা উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গবেষণা;
- উপকূলীয় অঞ্চলে বনসৃজন ও অধিবাসীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গবেষণা;
- বাঁশের বংশবিস্তার, টিস্যু কালচার ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণে গবেষণা;
- বন্যপ্রাণীসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা;
- নার্সারি, বন বাগান ও ঔষধি উদ্ভিদের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন বিষয়ক গবেষণা;
- সুন্দরবনের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা;
- প্রাকৃতিক বনের উদ্ভিদ ও মাটির কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়;
- কাষ্ঠল ও অকাষ্ঠল বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের নার্সারি ও বনায়ন কৌশল উদ্ভাবন এবং সংরক্ষণী প্লট সৃষ্টি;
- বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অকাষ্ঠল ও অর্থকরী বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

চিত্র ৬.২: হাইব্রিড একাশিয়া কাঠের আসবাবপত্র

৬.৪ জনবল

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণি ৬.১: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল

ক্রম	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১	প্রথম শ্রেণি	১০৩	৫০	৫৩
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪৩	২৯	১৪
৩	তৃতীয় শ্রেণি	২৮৭	১৬৫	১২২
৪	চতুর্থ শ্রেণি	৩৬১	২৩৪	১২৭
মোট		৭৯৪	৪৭৮	৩১৬

৬.৫ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সারণি ৬.২: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রম	কর্মকা-ের বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থবছর
১	মোট সম্পাদিত গবেষণার সংখ্যা	৭০ (চলমান ও নতুন)
২	বিভিন্ন প্রোগ্রাম এরিয়াতে (শ্রেণিভিত্তিক গবেষণার সংখ্যা)	৭০ (চলমান ও নতুন)
৩	জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা কর্ম	৩৩
৪	গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা	৮
৫	বন বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সংখ্যা	৩৫
৬	বন বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১১৫৫
৭	মানব সম্পদ উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ ৩৫টি প্রশিক্ষণার্থী দেশে ৫৩ জন ও বিদেশে ৫ জন

চিত্র ৬.৩: সীতাকুন্ড উপকূলীয় এলাকায় ৪ বছর বয়সের শিমুল বাগান ।

৬.৬ গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ¨ গবেষণা কায©µg নিম্নরূপ:

- ভোক্তাসাধারণের মাঝে বাঁশের চারা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ থেকে কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের ১২টি প্রজাতির ১০,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে । ইতোমধ্যে সরকারি রেভিনিউ সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে ৫,০০০ বাঁশের চারা বিতরণ করা হয়েছে । বাঁশের চারা সহজলভ্য হওয়ায় চারার চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতি বছর বাঁশ চাষে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
- বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮টি বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির ৫,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে । চলতি অর্থবছরে বিমানবাহিনীর রাডার ইউনিট কক্সবাজারে সংরক্ষিত এলাকায় দুই একর বাগান উত্তোলন করা হয়েছে;

চিত্র ৬.৪: বৈলাম প্রজাতির বীজ ও সীডবেডে বৈলাম বীজের জার্মিনেশন পরীক্ষণ

- বাঁশ, বৃক্ষ ও ঔষধি উদ্ভিদের উন্নতমানের চারা উৎপাদন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে বাঁশের দুইটি প্রজাতির ১,০০০ চারা মাটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। ল্যাবে অধিকসংখ্যক চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে;
- টিস্যুকালচার প্রক্রিয়ায় ডায়বেটিক প্লান্ট (*Gynura procumbens*) এর চারা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- সুন্দরবনে তিনটি লবণাক্ত অঞ্চলে স্থাপিত ৩৩টি স্থায়ী নমুনা প্লট হতে ম্যানগ্রোভ প্রজাতিসমূহের চারা জন্মানোর হার নিরূপণ করা হয়েছে;
- সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সৃজিত ম্যানগ্রোভ ও নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতিসমূহের পরীক্ষামূলক বাগান হতে গাছের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার হার নিরূপণ করা হয়েছে;
- সুন্দরবনের তিনটি লবণাক্ত এলাকায় ২০ হেক্টর করে মোট ৬০ হেক্টর জায়গায় ম্যনগ্রোভ জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- বিপদাপন্ন ম্যানগ্রোভ প্রজাতি ধুন্দুলের নার্সারি ও পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন করা হয়েছে;
- ৮টি কর্মশালা-সেমিনারের মাধ্যমে ৮৪৫ জনকে বিএফআরআই-এর প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে;
- বাঁশের যোজিত বিভিন্ন প্রকারের ফার্নিচার, দরজা ও টাইলস তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- প্রচলিত আগর নিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়ন করে তেলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

চিত্র ৬.৫: লম্বু বৃক্ষ প্রজাতির কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়

৬.৭ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমানে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় Establishment of Regional Bamboo Research and Training Centre (RBRTC) Nilphamari এবং Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation to climate change and livelihood improvement শীর্ষক দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আওতায় জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি) এর অর্থায়নে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Fig: Application of Fe_3O_4 hydrosol to agarwood tree

চিত্র ৬.৬: আয়রন অক্সাইড ন্যানোপার্টিকেলস প্রয়োগের ফলে আগর গাছের অভ্যন্তরে পরিবর্তনসমূহ।

৬.৮ ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

সারণি ৬.৩: ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	কর্মপরিকল্পনার বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	Restoration of degraded sal forest through mix planting with sal (*Shorea robusta*) and other site suitable species	২০১৬-১৮
২	Effect of betel leaf cultivation by Khashia community on the vegetation and soil of Lawachara Forest	২০১৬-১৮
৩	Documentation of the Angiospermic Flora of Hazarikhil Wildlife Sanctuary in Chittagong, Bangladesh	২০১৬-১৮
৪	Growth and yield of mangrove species through establishment of Permanent Sample Plots (PSPs) in coastal plantation of Bangladesh	২০১৬-১৮
৫	Growth performance of common rattans in Bangladesh and its popularization	২০১৬-১৮
৬	Conservation and vegetation development in the newly accreted char lands of the Sundarbans	২০১৬-১৮
৭	Major pests and diseases of *Hevea* Rubber and their management	২০১৬-১৮
৮	Mammalian species diversity in Hazarikhil wildlife sanctuary of Bangladesh	২০১৬-১৭
৯	Design Improvement of bamboo composite furniture and popularization of technology through training and motivation programmes	২০১৬-১৮
১০	Influence of age on chemical pulping of gamar (*Gmelinaarborea*) and akashmoni (*Acacia auriculiformis*)	২০১৬-১৮
১১	Physical and mechanical properties of dhundul (*Xylocarpusgranatum*) wood	২০১৫-১৭
১২	Characterization of hybrid acacia wood for working and finishing properties	২০১৫-১৭
১৩	Establishment of Regional Bamboo Research and Training Center (RBRTC) at Nilphamari	২০১৫-২০
১৪	Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation to climate change and livelihood development	২০১৫-১৮
১৫	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের অতিথি ভবন, ডরমেটরি ভবন, মিলনায়তন এবং প্রধান সংযোগ রাস্তার সংস্কার কর্মসূচী	২০১৫-১৭
১৬	Development and management of coastal biodiversity to combat climate change induced problems	২০১৫-১৮
১৭	বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষের জার্মপ্লাজাম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	২০১৫-১৮
১৮	সুন্দরবনের বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ প্রজাতির এবং উপকূলীয় বনাঞ্চলের বৃক্ষের বৃদ্ধি (Growth) এবং উৎপাদন পরিমাপ (Yield Assessment)	২০১৫-১৮
১৯	Development of an improved agar wood inoculation technique	২০১৬-২১
২০	Modernizing Bangladesh Forest Research Institute (BFRI)	২০১৬-২১
২১	Quality seed source development and its popularization	২০১৬-২০

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

www.bnh.gov.bd

৭.১ পরিচিতি

১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের প্রাথমিক কাঠামো তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭১ সালে প্রকল্পটি 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' নামে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরে বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে এ প্রকল্পটি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১ জুলাই ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম জনবলসহ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়। বিগত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রাঙ্গণে ১.২৪ একর জমির উপর নির্মিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ভবনের উদ্বোধন করেন। হারবেরিয়ামকে ১৬ অক্টোবর ২০১৪ সালে পরিদপ্তর হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ঘোষণা করা হয়।

৭.২ কার্যাবলি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকা- মূলত নিম্নোক্ত পাঁচটি সুনির্দিষ্ট ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে:

৭.২.১ মাঠ পর্যায়ে উদ্ভিদ জরিপ ও তথ্যসহ নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম

মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে সম্পাদিত কর্মকা-ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়মিত ফিল্ডট্রিপ কর্মসূচী বাস্তবায়নের আওতায় সমতলভূমি, জলাভূমি এবং প্রধানত বনাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে জরিপের মাধ্যমে উদ্ভিদ নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তারা জরিপকৃত স্থানের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রাপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের ফুল-ফলসহ নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। প্রতিটি প্রজাতির নমুনার জন্য একটি কালেকশন নাম্বার দিয়ে উদ্ভিদ নমুনার সংগ্রহ স্থান, তারিখ, স্থানীয় নাম, গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, কোন পরিবেশে

চিত্র ৭.১: যদুরামপাড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল, খাগড়াছড়ি হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.২: পলি বনাঞ্চল, রুমা, বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

জন্মেছে, প্রচলিত ব্যবহার, প্রাচুর্য, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যাদি ফিল্ড নোটবুকে রেকর্ডভুক্ত করে রাখা হয়ে থাকে। ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিটি উদ্ভিদের ফটোগ্রাফ সংগ্রহের পাশাপাশি ইকোসিস্টেমের ছবি সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ে বিরল প্রজাতির উদ্ভিদসহ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ ও চারা সংগ্রহ করে জীবন্ত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাগানে অথবা প্ল্যান্ট পটে রোপণের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৭.২.২ উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ ও হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

মাঠ জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াকৃত উদ্ভিদ নমুনাগুলো হারবেরিয়ামে নিয়ে আসার পর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। প্রতিটি নমুনার ফুল-ফলসহ একটি ডাল নির্দিষ্ট আকারের হারবেরিয়াম শিটে (৪০.৬৪ × ২৬.৬৭ সেমি) আঠা দিয়ে লাগিয়ে জরিপকালে রেকর্ডকৃত তথ্য, যেমন নমুনার নাম, তারিখ, পরিবার, স্থানীয় নাম, সংগ্রহ স্থান, নমুনা সম্পর্কিত নোট, সংগ্রহকারীর নাম, কালেকশন নম্বর ইত্যাদি লেবেলে লিপিবদ্ধ করে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের ফল ও বীজ শুকিয়ে বোতলে অথবা রসালো ফুল, ফল, টিউবার বা অন্যান্য নরম অংশ স্পিরিটে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

চিত্র ৭.৩: মহেশখালী বনাঞ্চল, কক্সবাজার হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.৪: যদুরামপাড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল, খাগড়াছড়ি হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

সনাক্তকরণ, নামকরণ ও শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর বিশেষভাবে তৈরি হারবেরিয়াম কেবিনেটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণিবিন্যাস করে উদ্ভিদ নমুনাগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হয়। প্রতিটি হারবেরিয়াম শিটে একটি অ্যাকসেশন নাম্বার দেয়া হয়, যা হারবেরিয়াম ডাটাবেজে রেকর্ডভুক্ত করা হয়। অপর তিন থেকে চারটি নমুনা ডুপ্লিকেট নমুনা হিসেবে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে যা দেশের ও বিদেশের অন্যান্য হারবেরিয়ামের মধ্যে লোন এবং এক্সচেঞ্জ ম্যাটিরিয়্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে হারবেরিয়াম কেবিনেটে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা ছত্রাক বা পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত থাকে।

চিত্র ৭.৫: পলি বনাঞ্চল, রুমা, বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার ও সেটির নামকরণ, এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক নির্ণয়করণ। মাঠপর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলো সনাক্তকরণের জন্য হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের মূল, কা-, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি অংশ ব্যবচ্ছেদকরণের পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এরপর হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সঠিকভাবে সনাক্তকৃত সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা এবং নির্ভরযোগ্য ফ্লোরার সাথে পর্যবেক্ষণকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করে সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো সনাক্ত করা হয়। অত:পর উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের বিস্তৃতি ভূ-মানচিত্রে স্থাপনপূর্বক বায়োজিওগ্রাফি নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য হারবেরিয়ামের ল্যাবরেটরিতে ট্যাক্সোনমিক্যাল গবেষণার পাশাপাশি সাইটোলজিক্যাল ও এনাটমিক্যাল গবেষণা পরিচালনা করা হয়। যে সকল উদ্ভিদ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ট্যাক্সোনমিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত অন্য কোন উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় সেগুলোকে নতুন প্রজাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

চিত্র ৭.৬: ময়ূর ছড়া, রুমা বনাঞ্চল, বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.৭: শুষ্কাবস্থায় প্রস্তুতকৃত দুইটি হারবেরিয়াম শিট

৭.২.৪ ফ্লোরিস্টিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা কার্যক্রম

হারবেরিয়াম কার্যক্রমের চতুর্থ পর্যায়ের কাজের আওতায় ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরির লক্ষ্যে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসম্বলিত উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত লেবেলে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ কম্পিউটারে ডকুমেন্টেশন করা হয়ে থাকে। এই ডাটাবেজ হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্য সম্বলিত যেকোন প্রজাতির উৎস অনুসন্ধানে সহায়ক। হারবেরিয়ামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরিতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কাজ করে থাকেন। তারা তাদের কাজের ফলাফল প্রধানত ফ্লোরা অব বাংলাদেশ, বুলেটিন অব দি বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, রেড ডাটা বুক অব ভাস্কুলার প্ল্যান্ট অব বাংলাদেশ, ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনা এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন।

চিত্র ৭.৮: হারবেরিয়াম রুমে সংগৃহীত নমুনার সনাক্তকরণ

চিত্র ৭.৯: হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনা পর্যবেক্ষণ

চিত্র ৭.১০: হারবেরিয়ামের প্রকাশনা কার্যক্রমের তথ্য হালনাগাদকরণ

চিত্র ৭.১১: আগত দর্শনার্থীদের হারবেরিয়ামের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুস্তক হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকরণ

৭.২.৫ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি সেবা কার্যক্রম

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কাজ হলো দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সঠিক সনাক্তকরণ, পরিসংখ্যান এবং অস্তিত্ব রক্ষার টেকসই কৌশল বের করা। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, ফার্মাসিস্ট, বায়োকেমিস্টগণের চাহিদা মোতাবেক হারবেরিয়াম, উদ্ভিদ নমুনা সনাক্ত এবং তাদের প্রদত্ত ভাউচার নমুনাসমূহে অ্যাকসেশন নম্বর প্রদান করে থাকে। উদ্ভিদ শ্রেণিতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণায় ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সাহায্য প্রদান করে আসছে। এছাড়া দেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্ভিজ উপাদান আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সঠিক প্রজাতি সনাক্ত করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। কোনো প্রকল্প, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানবসৃষ্ট কারণে দেশের কোন ফরেস্ট, ইকোসিস্টেম, এলাকা বা অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ওপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নির্ণয়ে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৭.৩ জনবল

সারণি ৭.১: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের জনবল

ক্রম	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১	প্রথম শ্রেণি	১৯	৯	১০
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	৩	৩	-
৩	তৃতীয় শ্রেণি	১৮	১৪	৪
৪	চতুর্থ শ্রেণি	১২	১১	১
মোট		৫২	৩৭	১৫

৭.৪ উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সারণি ৭.২: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের উল্লেখযোগ্য কর্মকা-

ক্রম	কর্মকা-র বিবরণ	পরিমাণ
১	মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপ সংখ্যা	৬টি
২	জরিপ পরিচালিত এলাকার পরিমাণ	১০০০ বর্গ কিলোমিটার
৩	উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও অ্যাকসেশন নম্বর প্রদান	২৪৮৬টি
৪	উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	২১৩৯টি
৫	উদ্ভিদ নমুনার ডাটাবেজ তৈরিকরণ	১০৫০টি
৬	ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরিতে পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা	২টি
৭	জার্নালে প্রকাশনার অপেক্ষায় গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা	২টি
৮	হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশনার অপেক্ষায় ‘ফ্লোরা অব বাংলাদেশ এর সংখ্যা	৩টি
৯	বাংলাদেশের জন্য নতুনভাবে নথিভুক্তকৃত উদ্ভিদ প্রজাতি	৩টি
১০	পরামর্শ প্রদত্ত উপকারভোগী সংস্থার সংখ্যা	৪৮টি
১১	পরামর্শ প্রদত্ত উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা	৮১৮ জন
১২	নিয়োগকৃত জনবল	২ (প্রেষণ)
১৩	মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	৯ জন

৭.৫ অর্জন

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নরূপ:

১. Acoraceae, Alangiaceae এবং Typhaceae পরিবার নিয়ে ‘Flora of Bangladesh’ শীর্ষক সিরিজের তিনটি পুস্তক প্রণয়ন।

২. হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ তিনটি উদ্ভিদ প্রজাতির নতুন রেকর্ড আবিষ্কার করেছেন।

৩. উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ-১, মাধবকু- ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম জেলার হাজারীখিল সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার থেগামুখ হতে কাপ্তাই সীতাপাহাড় পর্যন্ত এলাকার উদ্ভিদ জরিপকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১২৪৬টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. Taxonomic গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে আগত ২৯টি সংস্থার ৮১৮ জন গবেষক ও দর্শনার্থীকে ১১৩৯টি উদ্ভিদ নমুনা বিনামূল্যে সনাক্ত করা হয়েছে।

৫. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ১০৮৬ প্রজাতির উদ্ভিদ নমুনার অ্যাকসেশন নম্বর (Accession Number) প্রদান করা হয়েছে।

৬. দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৮১৮ জন ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতিসহ হারবেরিয়ামের গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

৭.৬ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

সারণি ৭.৩: প্রকল্প সংক্রন্ত তথ্য

প্রকল্প ও মেয়াদ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং অ্যান্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (১ম সংশোধন) ২০১৫-১৮	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	৭৮৬.০০ (জিওবি)	২৫০ লক্ষ টাকা	২৪৫.৫৩ লক্ষ টাকা (৯৮.২১%)	৪৬%

৭.৭ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

সারণি ৭.৪: ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়ন কাল
স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা		
১	পলি ফরেস্ট রেঞ্জ, রুমা, বান্দরবান এবং মহেশখালী উপজেলা, কক্সবাজার এলাকায় উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা করা	২০১৬-১৮
২	যাদুরামপাড়া রিজার্ভ ফরেস্ট, খাগড়াছড়ি সদর এবং মেরুং রিজার্ভ ফরেস্ট, দীঘিনালা খাগড়াছড়ি এলাকায় উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা করা	২০১৬-১৮
৩	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ১৮০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা	২০১৬-১৮
৪	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৩০০০টি উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত তথ্যসমূহ সন্নিবেশপূর্বক কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি করা	২০১৬-১৯
৫	হারবেরিয়াম কর্তৃক ১০টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি/রেকর্ড আবিষ্কার করা	২০১৬-১৮
৬	হারবেরিয়াম কর্তৃক ৯টি 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজ প্রকাশ করা	২০১৬-১৯
৭	হারবেরিয়াম কর্তৃক দেশি-বিদেশি সায়েন্টিফিক জার্নালে ৬টি ফ্লোরিস্টিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা	২০১৬-১৯
৮	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' হতে ৬টি ই-ফ্লোরা প্রস্তুতকরণ	২০১৬-১৯

মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা		
৯	দুইটি প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট জেলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা করা	২০১৫-২৪
১০	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৫০০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা	২০১৫-২৪
১১	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৫০০০০টি উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত তথ্যসমূহ সন্নিবেশপূর্বক কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি করা	২০১৫-২৪
১২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বরিশাল ও সিলেট জেলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের উপর চারটি সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পুস্তক প্রকাশ	২০১৫-২৪
১৩	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের সকল উদ্ভিদ প্রজাতির স্ট্যাটাস নির্ধারণ করা	২০১৫-২৪
দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা		
১৪	সমগ্র দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপকার্য সম্পন্ন করা	২০১৫-৪০
১৫	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজ প্রকাশনার কার্য সম্পন্ন করা	২০১৫-৪০

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
www.rb.gov.bd

৮.১ পরিচিতি
২০১৩ সনের ১৯ নম্বর আইন দ্বারা ৫ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের স্থায়ী কার্যালয় চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় এবং ঢাকার মতিঝিলের বনশিল্প ভবনে অস্থায়ী কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৮.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন।

৮.৩ পরিচালনা পর্ষদ
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/মনোনীত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

চিত্র-৮.১ : রাবার নার্সারী

৮.৪ কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক , শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫ ডিগ্রী ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরি ও হালনাগাদকরণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান ।

চিত্র-৮.২ : রাবার বাগান

ছবি

প্রকৃতি ও জীবন